

দশম অধ্যায়

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

[-দ-শর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক জ্বালানি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অবকাঠামোগত উপাদান। হির মূল্য ২০১০-১১ অর্থ বছর-র বিদ্যুৎ খা-তর অবদান ১.৩১ শতাংশ এবং 'প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরি-শোধিত পেট্রোলিয়াম' এবং 'কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ' খা-তর সমন্বিত অবদান ১.২৬ শতাংশ হ-ব ব-ল প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। ২০১০-১১ অর্থ বছর-র এ দুটি খা-তর প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৬.৫০ শতাংশ ও ৪.৮৫ শতাংশ হ-ব ব-ল প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, গৃহস্থালী, সেবাখাতসহ বিভিন্ন আয়বর্ধনকারী কর্মকাণ্ডে বিদ্যুৎ, -তল, গ্যাস ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতেও এ সকল উপাদানের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ত-ব দেশের মোট চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তি এখনও পর্যাপ্ত নয়। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন-র সরকারি খা-তর পাশাপাশি বেসরকারি খাত-ক যেমন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার এডিউসার (আরপিপি) ও ইনডি-প-ভন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট (আইপিপি) নির্মাণ উৎসাহিত করার জন্য সরকার নীতিমালা প্রণয়ন ক-র-হ। অপরদিকে কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, গৃহস্থালী কাজে পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি, গ্যাস ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক জ্বালানির চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকার-রর -ঘাষিত ভিশন ২০২১ অনুযায়ী বাংলা-দশ-ক মধ্য-আ-য়র দেশে উন্নীত করার জন্য এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের বাহন হিসেবে বিদ্যুৎ, -তল, গ্যাস ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণকল্পে সরকার বিদ্যুৎ, -তল, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি সম্পদ খাতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে এ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।]

বিদ্যুৎ সেক্টর

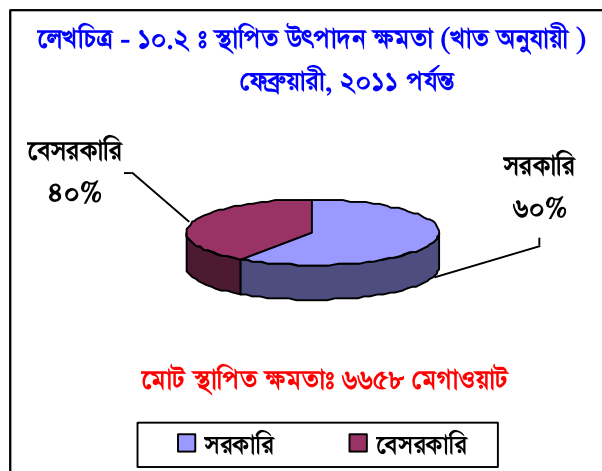
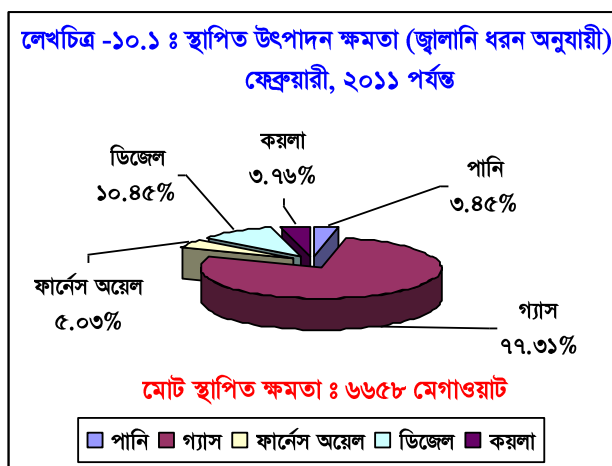
বিদ্যুৎ শক্তির পরিকল্পিত ও যথোপযুক্ত ব্যবহার বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম পূর্বশর্ত। কৃষি, শিল্প, সেবাখাতসহ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা ব্যাপক। দৈনন্দিন জীবনে গৃহস্থালী কাজে ব্যবহার ছাড়াও কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা ও বিভিন্ন আয়বর্ধনকারী কর্মকাণ্ডে বিদ্যুতের ব্যবহার বৃদ্ধি গ্রামীণ অর্থনীতিতেও বিদ্যুতের চাহিদা বাড়িয়ে দিচ্ছে। তবে দেশে মোট চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তি এখনও পর্যাপ্ত নয়। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪৮.৫ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় বর্তমানে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ কম। বর্তমানে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২৩৬ কিলোওয়াট আওয়ার। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এ খাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি ইতোমধ্যে গৃহীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল নাগাদ সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট ১৪,৭৭৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমষ্টি জাতীয় গ্রীডে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ১৩০১ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাণিজ্যিকভাবে ইতোমধ্যে চালু হয়েছে এবং ২৭৩৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ২৯টি প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে। সার্বিক পরিকল্পনার আওতায় ২০১১ সালে আরও ২০২৪ মেগাওয়াট, ২০১২ সালে ২১৫৭ মেগাওয়াট, ২০১৩ সালে ২১৭৪ মেগাওয়াট, ২০১৪ সালে ২৩২৩ মেগাওয়াট, ২০১৫ সালে ২৩৫০ মেগাওয়াট ও ২০১৬ সালে ২৮০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালুকরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও চাহিদা

২০০৯-১০ অর্থ বছরে দেশে সরকারি খাতে ৩৭১৯ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ২১০৪ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫৮২৩ মেগাওয়াট। বর্তমান ২০১০-১১ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত) দেশে সরকারি খাতে ৩৯৭৪ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ২৬৮৪ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ৬৬৫৮ মেগাওয়াট। অতি পুরানো হওয়ায় সরকারি খাতের কোন কোন বিদ্যুৎ ইউনিটের উৎপাদন ক্ষমতা এবং এগুলোর নির্ভরযোগ্যতা হ্রাস পেয়েছে। গ্যাস সরবরাহে ঘাটতির জন্য প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব না হওয়ায় লোড শেডিং অব্যাহত রয়েছে। বিগত কয়েক বছর ধরে উৎপাদন ঘাটতির কারণে প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৪,৬৯৯ মেগাওয়াট (পিভিবি ২৬৪২ মেগাওয়াট এবং আইপিপি ২০৫৭ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়েছে।

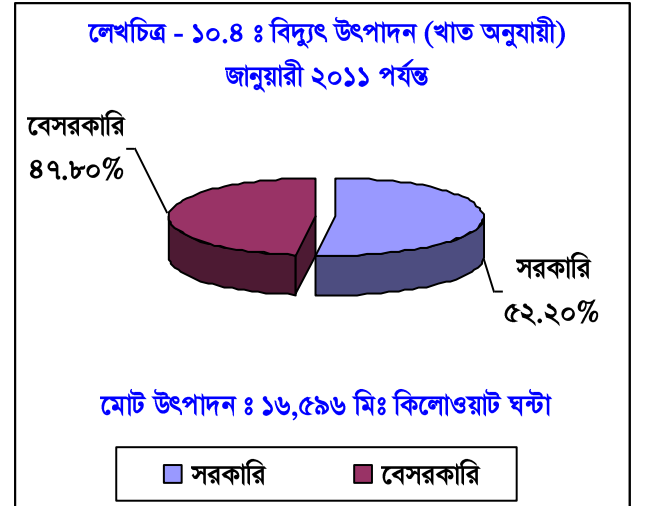
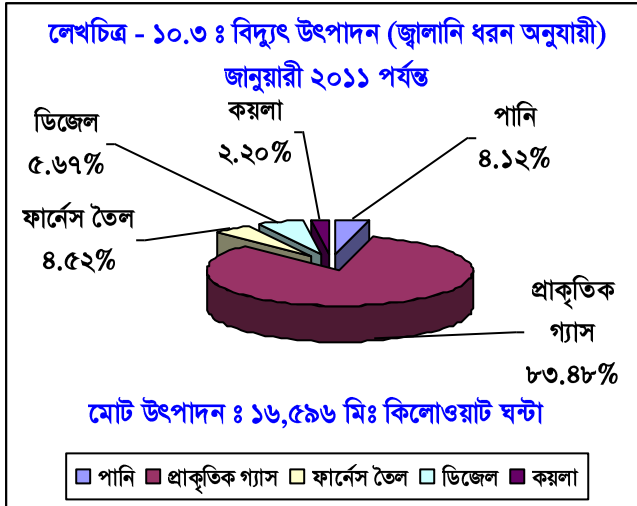
২০১০-১১ অর্থ বছরে সরকারি-বেসরকারি খাতে ও জ্বালানির ভিত্তিতে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নের লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :



সূত্র : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বিদ্যুৎ উৎপাদন

২০১০-১১ অর্থ বছরে (জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৮,৬৬৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল) ৭,৯৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মোট ১৬,৫৯৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। মোট নীট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫২.২০ শতাংশ সরকারি খাতে এবং ৪৭.৮০ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে। বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার সর্বাধিক। মোট নীট উৎপাদনের ৮৩.৪৮ শতাংশ গ্যাসভিত্তিক, ৪.১২ শতাংশ পানিভিত্তিক, ২.২০ শতাংশ কয়লাভিত্তিক এবং ১০.১৯ শতাংশ তেলভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২৯,২৪৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ২৬,৫৩৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। অর্থাৎ ২০০৮-০৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১০.২২ শতাংশ নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে (জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে ও জ্বালানির ভিত্তিতে নীট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিম্ন লেখচিত্র ১০.৩ ও ১০.৪ এর মাধ্যমে দেখানো হলো।



সূত্র : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১,০৬,৫৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়, যা ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৬৬,৫৫৭ মিলিয়ন ঘনফুট এ দাঁড়ায়। ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার সারণি ১০.১-এ দেয়া হলো।

সারণি ১০.১ : বিউবোর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির ব্যবহার

অর্থ বছর	প্রাকৃতিক গ্যাস (মিলিয়ন ঘনফুট)	কয়লা (১০০০ টন)	তরল জ্বালানি(মিলিয়ন লিটার)	
			ফার্নেস অয়েল	এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও
১৯৯৫-৯৬	১,০৬,৫৯৩	-	৭৬	২০০
১৯৯৬-৯৭	১,০৭,২৪০	-	১২৪	৩০৪
১৯৯৭-৯৮	১,২০,৩৭৬	-	১০৮	৩২০
১৯৯৮-৯৯	১,৩৬,৮০২	-	৫৩	২৪৫
১৯৯৯-০০	১,৪১,৩৩০	-	১৩৭	১১০
২০০০-০১	১,৫১,৩১২	-	১১৪	৯২
২০০১-০২	১,৫১,৫৭৭	-	১০২	৬৬
২০০২-০৩	১,৩১,১৮০	-	১৫৪	৭৪
২০০৩-০৪	১,৩৪,৪৮২	-	২০৯	১১৪
২০০৪-০৫	১,৪২,৩২১	-	২৩০	১২৪
২০০৫-০৬	১,৫৩,৯২০	১৯০	২০৫	১৫০
২০০৬-০৭	১,৪৬,২৬২	৫১০	১১২	১১৯
২০০৭-০৮	১,৫০,৯৯২	৪৫০	১৩৭	১১২
২০০৮-০৯	১,৬১,০০৮	৪৭০	৯০	১১৩
২০০৯-১০	১,৬৬,৫৫৭	৪৮০	৯১	১২৫
২০১০-১১ (জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত)	৮৮,৮৭০	১৯৪	৬২	৯০

সূত্র : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও প্রাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্পতা এবং গ্যাস সরবরাহে ঘাটতির জন্য দেশের প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ২০৮৭ মেগাওয়াট থেকে ২০০৯-১০ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ৪৬০৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হলেও বিদ্যুৎ সংকট সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়নি। এখন পর্যন্ত

(ফেব্রুয়ারী'১১) সর্বোচ্চ ৪৬৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণি ১০.২ এ দেখানো হল।

সারণি ১০.২ : স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থ বছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
১৯৯৫-১৯৯৬	২৯০৮	২০৮৭
১৯৯৬-১৯৯৭	২৯০৮	২১১৪
১৯৯৭-১৯৯৮	৩০৯১	২১৩৬
১৯৯৮-১৯৯৯	৩৬১১	২৪৪৯
১৯৯৯-২০০০	৩৭১১	২৬৬৫
২০০০-২০০১	৪০০৫	৩০৩৩
২০০১-২০০২	৪২৩০	৩২১৮
২০০২-২০০৩	৪৭১০	৩৪৫৮
২০০৩-২০০৪	৪৭১০	৩৬২২
২০০৪-২০০৫	৫০২৫	৩৭৫১
২০০৫-২০০৬	৫২৭৫	৩৮১২
২০০৬-২০০৭	৫২৬২	৩৭১৮
২০০৭-২০০৮	৫২৬২	৪১৩০
২০০৮-২০০৯	৫৮০৩	৪১৬২
২০০৯-২০১০	৫৯৭৮	৪৬০৬
২০১০-১১ (ফেব্রুয়ারী, ২০১১পর্যন্ত)	৬৬৫৮	৪৬৯৯

সূত্র : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি

সরকার পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১০ প্রণয়ন করেছে। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান ২০১০ অনুযায়ী ২০১৫, ২০২১ ও ২০৩০ সালে ডিমান্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় বিদ্যুতের চাহিদা হবে যথাক্রমে ১০,২৮৩, ১৮,৮৩৮ ও ৩৩,৭০৮ মেগাওয়াট। এ চাহিদা পূরণের জন্য স্থাপিত ক্ষমতা ২০২১ ও ২০৩০ সালে যথাক্রমে ২৩,৮০৯ ও ৩৮,৬৮৫ মেগাওয়াট এ উন্নীত করতে হবে। উক্ত চাহিদা পূরণের জন্য সরকার স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইন বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে রয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ২০১০ থেকে ২০১৬ সাল নাগাদ প্রায় ১৪,৭৭৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে ২০১০ থেকে ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত ৯৪৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হয়েছে। আগামী ২০১৬ সাল পর্যন্ত পরিকল্পিত উৎপাদন প্রকল্পগুলো সারণি -১০.৩. ও সারণী-১০.৩.১. এ দেখানো হলো।

সারণি-১০.৩.বৎসর ভিত্তিক পরিকল্পিত উৎপাদন

বৎসর	২০১০(কমিশনকৃত)	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	মোট
সরকারি	২৫৫	৮৫১	৮৩৮	১০৪০	১২৭০	৪৫০	১৫০০	৬২০৪
বেসরকারি	২৭০	১০৫	১৩১৯	১১৩৪	১০৫৩	১৯০০	১৩০০	৭০৮১
কুইক রেন্টাল	২৫০	১২৩৮	-	-	-	-	-	১৪৮৮
মোট	৭৭৫	২১৯৪	২১৫৭	২১৭৪	২৩২৩	২৩৫০	২৮০০	১৪,৭৭৩

সূত্র : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

সারণি -১০.৩.১ঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পের বিবরণ

বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থাঃ

ক) নির্মাণাধীন

ক.১. সরকারি খাত :

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১।	আশুগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	এপিএসসিএল	৫৩	এপ্রিল, ২০১১
০২।	ফেঞ্চুগঞ্জ ৯০ মেঃওঃ সিসিপিপি	বিপিডিবি	১০৫	জুলাই, ২০১১
০৩।	সিদ্ধিরগঞ্জ ২ চ ১২০ মেঃওঃ পিকিং প্ল্যান্ট (২য় ইউনিট)	ইজিসিবি	১০৫	জুলাই, ২০১১
০৪।	ফরিদপুর ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	৫৪	অক্টোবর, ২০১১
০৫।	গোপালগঞ্জ ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	১০৯	অক্টোবর, ২০১১
০৬।	দোহাজারী ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	১০২	নভেম্বর, ২০১১
০৭।	হাটহাজারী ১০০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	৯৮	নভেম্বর, ২০১১
০৮।	বেড়া, পাবনা ৭০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	৭১	নভেম্বর, ২০১১
০৯।	দাউদকান্দি ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	৫২	নভেম্বর, ২০১১
১০।	বাঘাবাড়ী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	৫২	নভেম্বর, ২০১১
১১।	গাজীপুর	আরপিসিএল	৫০	ডিসেম্বর, ২০১১
১২।	সিলেট ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	বিপিডিবি	১৫০	জানুয়ারী, ২০১২
১৩।	কাটাখালী ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	৫০	এপ্রিল, ২০১২
১৪।	সালহার, ৫০ মেঃওঃ পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	৫০	মার্চ, ২০১২
১৫।	চাঁদপুর ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	বিপিডিবি	১৬৩	মার্চ, ২০১২
১৬।	সিরাজগঞ্জ ১৫০ মেঃওঃ জিটি	এনডব্লিউপিজিসি	১৫০	জুলাই, ২০১২
১৭।	হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি	ইজিসিবি	৩৬০	জুন, ২০১৪
	মোট		১৭৭৪	

ক.২. বেসরকারি খাত :

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	ক্ষমতা (মেঃওঃ)	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১।	নওয়াপাড়া, যশোর (৫ বছর মেয়াদী)	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	১০৫	জুন, ২০১১
০২।	ঘোড়াশাল (৩ বছর মেয়াদী) স্পন্সর : ম্যাক্স পাওয়ার	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	৭৮	এপ্রিল, ২০১১
০৩।	আশুগঞ্জ (৩ বছর মেয়াদী) স্পন্সর : এগ্রিকো	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	৮০	এপ্রিল, ২০১১
০৪।	মদনগঞ্জ (৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর :সামীট পাওয়ার	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	১০২	মার্চ, ২০১১
০৫।	মেঘনাঘাট (৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর: আইএল	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	১০০	মার্চ, ২০১১
০৬।	খুলনা (৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর: কেপিসিএল	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	১১৫	মার্চ, ২০১১
০৭।	কেরানীগঞ্জ (৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর : পাওয়ার প্যাক	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	১০০	এপ্রিল, ২০১১
০৮।	আশুগঞ্জ (৩ বছর মেয়াদী) স্পন্সর :ইউনাইটেড আশুগঞ্জ পাওয়ার লিমিটেড	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	৫৩	এপ্রিল, ২০১১
০৯।	নওয়াপাড়া (৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর: খানজাহান আলী	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	৪০	এপ্রিল, ২০১১
১০।	আমনুরা (৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর:সিনহা পাওয়ার	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	৫০	মে, ২০১১
১১।	জুলদা, কর্ণফুলী (৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর: আকর্ন ইনফ্রা. সার্ভিস লিমিটেড	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	১০০	মে, ২০১১
১২।	সিদ্ধিরগঞ্জ (৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর : ডাচ বাংলা পাওয়ার	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	১০০	মে, ২০১১
১৩।	কাটাখালী (৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর : এনপিএসএল	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	৫০	মে, ২০১১
১৪।	মেঘনাঘাট (৫ বছর মেয়াদী) স্পন্সর : এইচপিজিএল	ভাড়াভিত্তিক (বিপিডিবি)	১০০	জুলাই, ২০১১
	মোট		১১৭৩	
	সর্বমোট (ক)		২৯৪৭	

খ. প্রক্রিয়াধীনঃ

খ.১. সরকারি খাত :

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১।	রাউজান, চট্টগ্রাম	আরপিসিএল	২০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
০২।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	বিপিডিবি	১০০	নভেম্বর, ২০১২
০৩।	কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	বিপিডিবি -আরপিসিএল পাওয়ার জেনারেশন	১৫০	ডিসেম্বর, ২০১২
০৪।	ঘোড়াশাল ২০০-৩০০ মেঃওঃ পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট	বিপিডিবি	২৯০	মার্চ , ২০১৩
০৫।	খুলনা ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট, (জিটি)	এনডব্লিউপিজিসি	১৫০	মার্চ , ২০১৩
০৬।	সিদ্ধিরগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	ইজিসিবি	৪৫০	ডিসেম্বর, ২০১৩
০৭।	ভোলা ১৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	বিপিডিবি	১৫০	ডিসেম্বর, ২০১৩
০৮।	বড়পুকুরিয়া ২৫০-৩০০মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (৩য় ইউনিট)	বিপিডিবি	২৫০	জুন, ২০১৪
০৯।	আশুগঞ্জ কন্সাইন্ড সাইকেল	এপিএসসিএল	১৫০	জুন, ২০১৪
১০।	শিকলবাহা ১৫০-২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	বিপিডিবি	১৫০	জুন, ২০১৪
১১।	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি	এনডব্লিউপিজিসি	৩৬০	ডিসেম্বর , ২০১৪
১২।	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি পাওয়ার প্ল্যান্ট	এপিএসসিএল	৪৫০	মার্চ, ২০১৫
১৩।	মেঘনাঘাট ৭৫০ মেঃওঃ (৩য় ইউঃ)	বিপিডিবি	৭৫০	মার্চ, ২০১৬
১৪।	ঢাকা উত্তর মোট	আরপিসিএল	৭৫০ ৪১৭০	মার্চ, ২০১৬

খ.২. বেসরকারি খাত :

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১।	টান্গাইল ২০ মেঃওঃ	আইপিপি (আরইবি)	২০	জুন, ২০১২
০২।	চাঁদপুর ১৫ মেঃওঃ	আইপিপি (আরইবি)	১৫	জুন, ২০১২
০৩।	নারায়নগঞ্জ ৩০ মেঃওঃ	আইপিপি (আরইবি)	৩০	জুন, ২০১২
০৪।	সালহা, পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি (বিপিডিবি)	৫০	জুলাই, ২০১২
০৫।	সৈয়দপুর পাওয়ার প্ল্যান্ট	আইপিপি (বিপিডিবি)	১০০	জুলাই, ২০১২
০৬।	জামালপুর পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট,	আইপিপি (বিপিডিবি)	১০০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
০৭।	কুমিল্লা পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট,	আইপিপি (বিপিডিবি)	৫০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
০৮।	খুলনা পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট,	আইপিপি (বিপিডিবি)	১০০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
০৯।	ঢাকা ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	আইপিপি (বিপিডিবি)	১০০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
১০।	ঢাকা ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	আইপিপি (বিপিডিবি)	৫০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
১১।	চট্টগ্রাম ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	আইপিপি (বিপিডিবি)	১০০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
১২।	চট্টগ্রাম ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	আইপিপি (বিপিডিবি)	৫০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
১৩।	রাজশাহী ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	আইপিপি (বিপিডিবি)	১০০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
১৪।	রাজশাহী ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	আইপিপি (বিপিডিবি)	৫০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
১৫।	খুলনা ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট,	আইপিপি (বিপিডিবি)	১০০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
১৬।	বরিশাল ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	আইপিপি (বিপিডিবি)	৫০	সেপ্টেম্বর, ২০১২
১৭।	ভোলা ১৫০-২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (জিটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	১৪৭	অক্টোবর, ২০১২
১৮।	কালিয়াকৈর পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট, গাজীপুর	আইপিপি (বিপিডিবি)	১০০	নভেম্বর, ২০১২
১৯।	সাভার পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ঢাকা	আইপিপি (বিপিডিবি)	১০০	মার্চ , ২০১৩
২০।	বিবিয়ানা ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (১ম ইউঃ) (এসটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	২২২	মার্চ , ২০১৩
২১।	বিবিয়ানা ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি(২য় ইউঃ) (এসটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	২২২	এপ্রিল, ২০১৩
২২।	মেঘনাঘাট ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ (২য় ইউঃ) (এসটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	২২০	এপ্রিল, ২০১৩
২৩।	কেরানীগঞ্জ ১৫০-২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	১০০	জুন, ২০১৩
২৪।	মদনগঞ্জ ১৫০-২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	১০০	জুন, ২০১৩
২৫।	ভোলা ১৫০-২২৫ সিসিপিপি (এসটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	৭০	আগস্ট, ২০১৩

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
২৬।	বিবিয়ানা ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (১ম ইউঃ) (এসটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	১১৯	মার্চ, ২০১৪
২৭।	বিবিয়ানা ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (২য় ইউঃ) (এসটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	১১৯	এপ্রিল, ২০১৪
২৮।	মেঘনাঘাট ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (২য় ইউঃ) (এসটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	১১৫	এপ্রিল, ২০১৪
২৯।	কেরানীগঞ্জ ১৫০-২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	৫০	জুন, ২০১৪
৩০।	মদনগঞ্জ ১৫০-২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (এসটি)	আইপিপি (বিপিডিবি)	৫০	জুন, ২০১৪
৩১।	সিরাজগঞ্জ ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	আইপিপি (বিপিডিবি)	৩০০	জুলাই, ২০১৪
৩২।	চট্টগ্রাম ১৫০-৩০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	আইপিপি (বিপিডিবি)	১৫০	সেপ্টেম্বর, ২০১৪
৩৩।	খুলনা ১৫০-৩০০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	আইপিপি (বিপিডিবি)	১৫০	সেপ্টেম্বর, ২০১৪
৩৪।	খুলনা দক্ষিণ, পিপিপি (যৌথ উদ্যোগ)/আইপিপি	(যৌথ উদ্যোগ)/ আইপিপি	১৩০০	মার্চ, ২০১৫
৩৫।	মাওয়া, মুন্সিগঞ্জ ৩০০-৬৫০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	আইপিপি (বিপিডিবি)	৩০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৫
৩৬।	চট্টগ্রাম ৩০০-৬৫০ মেঃওঃ কয়লাভিত্তিক প্রকল্প	আইপিপি (বিপিডিবি)	৩০০	সেপ্টেম্বর, ২০১৫
৩৭।	চট্টগ্রাম	(যৌথ উদ্যোগ)/ আইপিপি	১৩০০	জুন, ২০১৬
	মোট		৬,৫৯৯	
	সর্বমোট (খ)		১০,৭৬৯	

(গ) সৌর ও বায়ু ভিত্তিক প্রকল্প :

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১।	কাপ্তাই সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র	বিপিডিবি	৫	ডিসেম্বর, ২০১২
০২।	সৌর বিদ্যুৎ	বিপিডিবি	৭	জানুয়ারী, ২০১২
০৩।	বায়ু বিদ্যুৎ পতেঙ্গা (অফশোর), চট্টগ্রাম	বিপিডিবি	১০০	জানুয়ারী, ২০১৩
	মোট (গ)		১১২	
	সর্বমোট (ক+খ+গ)		১৩,৮২৮	

সূত্র : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

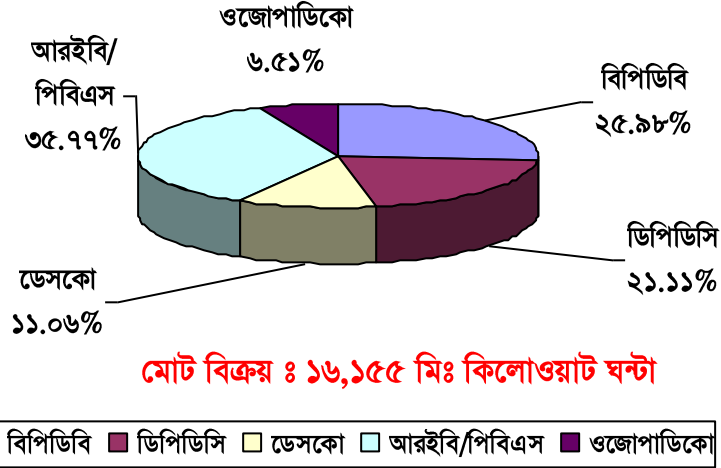
বিতরণ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের বিতরণ সিস্টেমে ৩৩ কেভি, ১১ কেভি এবং ০.৪ কেভি-এ বিদ্যুৎ বিতরণ করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ সালে বিউবোর মোট ৩৫,৯৬২ কিলোমিটার বিতরণ লাইনের মধ্যে ২০০৯-১০ সালে বিভিন্ন সময়ে আরইবি ও পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানীর নিকট কিছু বিতরণ লাইন হস্তান্তর করা হয়। হস্তান্তরের পর বিউবোর বিতরণ লাইন ৩১,৩৬৩ কিলোমিটারে দাঁড়িয়েছে। বিউবোর গ্রাহক সংখ্যা ২০০৯-১০ সালের ২০,৬৭,৩৩৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ অর্থ বছরে (ডিসেম্বর'১০) ২০,৯৪,২৫২-এ দাঁড়িয়েছে।

বিউবোর বিদ্যুৎ বিক্রয়

বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ২০১০-১১ অর্থ বছরে (জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত) মোট ১৬,১৫৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ বাস্ক হিসেবে বিভিন্ন বিতরণ কোম্পানী ও বিউবোর নিজস্ব বিতরণ অঞ্চলে বিক্রয় করা হয়েছে। মোট বিক্রিত বিদ্যুতের মধ্যে ২১.১১ শতাংশ ডিপিডিসি (ডেসা), ১১.০৬ শতাংশ ডেসকো, ৩৫.৭৭ শতাংশ আরইবি, ৬.৫১ শতাংশ ওজোপাডিকো ক্রয় করে। বাকী ২৫.৯৮ শতাংশ বিউবো এর নিজস্ব বিতরণ অঞ্চলে বিক্রয় করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থার নিকট বিদ্যুৎ বিক্রির পরিমাণ নিম্নের লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো:

লেখচিত্র - ১০.৫ : বাল্ক বিদ্যুৎ বিক্রয় (জানুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত)



সূত্র : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

সিস্টেম লস

সিস্টেম লস একটি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য বিউবো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বিউবো'র বিতরণ লস ছিল ১৩.০৬ শতাংশ যা ২০১০-১১ অর্থ বছরে (জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত) ১৩.৪৮ শতাংশে এ দাঁড়িয়েছে। বিতরণ সিস্টেম লস এ সময়ে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে টার্গেট অনুযায়ী বিতরণ লস ২০১০-১১ অর্থ বছরের শেষ নাগাদ যথাযথ পর্যায়ে নামিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের বিতরণ সিস্টেম লস সারণি ১০.৪-এ দেয়া হয়েছে।

সারণি ১০.৪ : বিউবো'র সিস্টেম লস

অর্থ বছর/মাস	বিতরণ লস (বাল্ক গ্রাহক ব্যতিত)
১৯৯৫-১৯৯৬	২৯.০৯
১৯৯৬-১৯৯৭	২৮.২৮
১৯৯৭-১৯৯৮	২৯.৮২
১৯৯৮-১৯৯৯	৩০.৫৬
১৯৯৯-২০০০	২৭.৭৩
২০০০-২০০১	২৬.১১
২০০১-২০০২	২৪.৫০
২০০২-২০০৩	২২.৩৫
২০০৩-২০০৪	২১.৩৩
২০০৪-২০০৫	২০.০০
২০০৫-২০০৬	১৯.০৬
২০০৬-২০০৭	১৬.৫৮
২০০৭-২০০৮	১৪.৪৩
২০০৮-২০০৯	১৩.৫৭
২০০৯-২০১০	১৩.০৬
২০১০-১১ (জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত)	১৩.৪৮

উৎস : বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বকেয়া বিদ্যুৎ বিল

বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের জন্য একটি বিরাট সমস্যা। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার নিকট বিউবোর্ডের বিদ্যুৎ বিল বাবদ পাওনার পরিমাণ ছিল প্রায় ৪০,১০১ মিলিয়ন টাকা। শুধু ডিপিডিসির

(ডেসা) কাছেই বিদ্যুৎ বিল বাবদ পাওনার পরিমাণ ২৯,৫৪১ মিলিয়ন টাকা। ২০১০-১১ অর্থ বছর (ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ত) বিউবোর বিদ্যুৎ বিল বাবদ পাওনার পরিমাণ সারণি ১০.৫-এ দেয়া হলো।

সারণি ১০.৫ : বিউবোর বিদ্যুৎ বিল বাবদ পাওনার পরিমাণ

অর্থ বছর/মাস	পাওনার পরিমাণ (বাক্স)	(মিলিয়ন টাকা)
		পাওনার পরিমাণ (বিপিডিবি বিতরণ অঞ্চল) (সমতুল্য মাস)
১৯৯৫-১৯৯৬	১১,০০৮.২০	-
১৯৯৬-১৯৯৭	১৩,৪৮২.৩০	-
১৯৯৭-১৯৯৮	১৭,২৯৮.১০	-
১৯৯৮-১৯৯৯	২৪,৬৪৫.৩০	-
১৯৯৯-২০০০	২৭,৮৯২.২০	-
২০০০-২০০১	৩৩,৫৪৯.৯০	-
২০০১-২০০২	৩৬,৭১৭.৪০	-
২০০২-২০০৩	৩৯,৯৩৮.০০	-
২০০৩-২০০৪	৪৩,৬৮১.০০	-
২০০৪-২০০৫	৪১,৫৫৭.০০	-
২০০৫-২০০৬	৪২,৭১১.০০	-
২০০৬-২০০৭	৩৭,৫২৩.০০	৭৬১৬ (৩.১৭)
২০০৭-২০০৮	৩৯,১৯৬.০০	৪৫০৩ (২.১৩)
২০০৮-২০০৯	৩৮,৫৩৪.০০	৪১৫৩ (২.৬৮)
২০০৯-২০১০	৪০,১০১.০০	৫০৪২.৯০ (২.৮৫)
২০১০-২০১১ (ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত)	৪১,৩৭৭.০০	৫১৭৬.১৫ (২.৬০)

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড

বিউবোর সংস্কার কর্মসূচি

২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার ব্যাপারে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাই, বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং বিভিন্ন সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে যার মধ্যে কোন কোন কর্মসূচি ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। এখন পর্যন্ত বাস্তবায়িত সংস্কার কর্মসূচী সমূহের অবস্থা নিম্নরূপ :

- ১৯৪৮ সালে সরকারি খাতে ইলেকট্রিসিটি ডাইরেক্টরেট গঠনের মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা যাত্রা শুরু করে। বিদ্যুৎ খাতের দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৯ সালে গঠিত ইপিওয়াপদাকে ৩১ মে, ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডার ৫৯ (PO-59) এর মাধ্যমে দুই ভাগে বিভক্ত করে এক ভাগ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এবং অপর ভাগ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নামে অভিহিত হয়। ফলে সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের দায়িত্ব অর্পিত হয় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর উপর। সংস্কার কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে হোল্ডিং কোম্পানীতে রূপান্তর করা হবে।
- কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের অপরিণীম গুরুত্বের আলোকে পল্লী এলাকায় বিদ্যুতের ব্যবহার দ্রুত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৭৭ সালের অক্টোবরে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) গঠিত হয়।
- রাজধানী ঢাকা এবং এর আশেপাশের জেলাগুলোতে বিদ্যুতের ব্যবহার সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ১৯৯০ সালে বৃহত্তর ঢাকা এলাকার জন্য ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ (ডেসা) এবং ১৯৯৬ সালে ডেসার কিছু এলাকা নিয়ে ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানী (ডেসকো) গঠিত হয়। জুলাই ২০০৮ ইং হতে ডেসার কার্যক্রম অবলুপ্ত করে ডিপিডিসি (DPDC) কার্যক্রম শুরু করেছে।

- ১৯৯৬ সালে কোম্পানী আইনের অধীনে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (PGCB) গঠিত হয় এবং সঞ্চালন সিস্টেমের পূর্ণ দায়িত্ব PGCB-এর উপর ন্যস্ত হয়। বরিশাল এবং খুলনা জোনের বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ২০০২ সালে পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী “WZPDco” গঠন করা হয়।
২০০৪ সালে ইলেকট্রিসিটি জেনারেশন কোম্পানী অব বাংলাদেশ “ইজিসিবি” গঠন করা হয়। বর্তমানে “ইজিসিবি” ২×১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিচালনা করছে। “ইজিসিবি” সিদ্ধিরগঞ্জ ৪৫০ মেগাওয়াট সিসিপিপি ও হরিপুর ৩৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করছে।
- ২০০৮ সালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বিদ্যুৎ উৎপাদন কোম্পানী (NWPgcl) গঠন করা হয়। NWPgcl খুলনা ও সিরাজগঞ্জে দুটি ১৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং ভেড়ামারায় ৩৬০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সিসিপিপি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করছে। উক্ত কোম্পানীর সূষ্ঠা পরিচালনার নিমিত্ত পরিচালন ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে NWZPDco রাজশাহী ও রংপুর জোনের বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনা করছে।
- চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলের বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনার লক্ষ্যে ২০০৮ সালে দক্ষিণাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (SZPDCL) গঠন করা হয়।
- ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলের বিতরণ ব্যবস্থাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চল বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানী (NEZPDCL) তে রূপান্তর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সকল বিতরণ ইউনিটকে কম্পিউটারাইজড বিলিং সিস্টেমের আওতায় আনা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি)

বাংলাদেশের বিদ্যুৎ সেক্টরের পুনর্বিন্যাসকল্পে দক্ষতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠাসহ কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং বাণিজ্যিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে পিজিসিবি গঠিত হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০০২ তারিখে সঞ্চালন সিস্টেমের সমগ্র এলাকা পিজিসিবি'র নিকট হস্তান্তরিত হয়। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার সূষ্ঠা পরিচালনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, নতুন নতুন সঞ্চালন লাইন ও গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণ করা, প্রভৃতির দায়িত্ব পিজিসিবির উপর অর্পিত। ফলে সমগ্র সঞ্চালন সিস্টেমের পরিচালন ও সংরক্ষণ সহ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন পাওয়ার গ্রীড -কোম্পানীর। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে -কোম্পানী এর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়। ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড -কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিমিটেড-এর প্রতিষ্ঠালগ্নে দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিগমিঃ ও ৪৭৫৫ সার্কিট কিগমিঃ যা বর্তমানে (ফেব্রুয়ারি-২০১১ পর্যন্ত) যথাক্রমে ২৬৪৭.৩ সার্কিট কিগমিঃ ও ৫৮৩৩ সার্কিট কিগমিঃ এ উন্নীত হয়েছে।

বক্স নং ১০.১৪ পিজিসিবি'র সম্প্রসারণ কার্যক্রম

বিদ্যুৎ খাতে সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পিজিসিবি নিম্নলিখিত সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন করেছেঃ

- কুমিল্লা-মেঘনাঘাট-হরিপুর ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন।
- বিদ্যমান ঘোড়াশাল-হরিপুর ২৩০ কেভি লাইন হতে রামপুরায় নির্গমন ও বহির্গমন।
- হাসনাবাদ-আমিনবাজার-টংগী ও হরিপুর-মেঘনাঘাট ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন।
- রামপুরা-গুলশান ১৩২ কেভি দ্বৈত সার্কিট ক্যাবল লাইন।
- খুলনা সেন্ট্রাল-খুলনা সাউথ দ্বৈত সার্কিট ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন।
- খুলনা ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র।
- বড়পুকুরিয়া ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র।
- জয়দেবপুর ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্রে জিআইএস বে এর মাধ্যমে সম্প্রসারণ কাজ।
- পিজিসিবি'র নিজস্ব অর্থায়নে নাটোর-রাজশাহী ১৩২ কেভি সিঙ্গেল সার্কিট সঞ্চালন লাইন।
- দ্বিতীয় পশ্চিম-পশ্চিম বৈদ্যুতিক আন্তঃসংযোগ লাইন (আশুগঞ্জ-যমুনা বহুমুখী সেতু-সিরাজগঞ্জ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন) এবং সিরাজগঞ্জ ২৩০ কেভি সুইচিং স্টেশন।
- জয়দেবপুর-কবিরপুর-টাঙ্গাইল ১৩২ কেভি দ্বৈত সার্কিট সঞ্চালন লাইন।
- খুলনা-ঈশ্বরদী ও বগুড়া-বড়পুকুরিয়া ২৩০ কেভি দ্বৈত সার্কিট সঞ্চালন লাইন।
- বগুড়া ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র।
- হরিপুর, আমিনবাজার ও রামপুরা ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্রের প্রতিটিতে তৃতীয় ট্রান্সফর্মার (২২৫ এমভিএ) স্থাপন।
- সিরাজগঞ্জ-বগুড়া ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন।
- সিরাজগঞ্জ-বাঘাবাড়ী-ঈশ্বরদী ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন।
- গল্লামারী ১৩২/৩৩ কেভি ডিআইএস উপকেন্দ্র।
- নওগা-নিয়ামতপুর, শাহজীবাজার-আশুগঞ্জ, আমিন বাজার-সভার, বড়পুকুরিয়া-রংপুর, বড়পুকুরিয়া-সৈয়দপুর, বিনাইদহ-মাগুরা, বিনাইদহ-চুয়াডাঙ্গা, নওগাঁ-জয়পুরহাট, ঠাকুরগাঁও-পঞ্চগড় সঞ্চালন লাইন -প্রতিটি ১৩২ কেভি।
- নিয়ামতপুর ১৩২/৩৩ কেভি সঞ্চালন উপকেন্দ্র।
- সভার, মাগুরা, বাঘাবাড়ী, জয়পুরহাট, পঞ্চগড় ও চুয়াডাঙ্গা উপকেন্দ্র - প্রতিটি ১৩২/৩৩ কেভি
- ৮টি উপকেন্দ্রে ১৩২ কেভিতে ৪৫০ এমভিআর ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপন।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা এবং ভবিষ্যৎ ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত “২০২০ সালের মধ্যে সকলের ঘ-র বিদ্যুৎ” পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের অংশ হিসেবে থ্রি-ইয়ার রোড ম্যাপ ফর পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম- এর আওতায় পিজিসিবি প্রণীত নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ কর্তৃপক্ষের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছেঃ

বক্স ১০.২ বিবেচনাধীন প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা (ফেব্রুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত)
১.	১৩২ কেভি আন্সংযোগ লাইনসহ ৮টি নতুন ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র।	ভারতের সহজ শর্তযুক্ত ঋণে বাস্বায়নকল্পে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত। Detail Area Report ইআরডিতে বিবেচনাধীন।
২.	রাউজান-শিকলবাহা-আনোয়ারা ভায়া মদুনাঘাট এবং হাটহাজারী-খুলসী ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন।	ভারতের সহজ শর্তযুক্ত ঋণে বাস্বায়নকল্পে বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত। Detail Area Report ইআরডিতে বিবেচনাধীন।
৩.	বরিশাল-ভোলা-বোরহানউদ্দীন ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন	সম্ভাব্যতা যাচাই সমাপ্ত হয়েছে। বৈদেশিক সাহায্য অন্বেষণ করা হচ্ছে।
৪.	আমিনবাজার-মাওয়া-টেকেরহাট-খুলনা ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন।	পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত। বৈদেশিক সাহায্য অন্বেষণ করা হচ্ছে।
৫.	আনোয়ারা-মেঘনাঘাট ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন।	পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে পেশকৃত। বৈদেশিক সাহায্য অন্বেষণ করা হচ্ছে।
৬.	শ্যামপুর, ঝিনাইদ, ভেড়ামারা এবং শ্রীপুর ১৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।	পিডিপিপি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
৭.	বিদ্যমান উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (ফেইজ-১)।	পিডিপিপি প্রণীত হয়েছে, শীঘ্রই বিদ্যুৎ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।
৮.	ঈশ্বরদী-রাজশাহী ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প।	পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের পিডিপিপি নীতিগতভাবে অনুমোদিত। বৈদেশিক সাহায্য অন্বেষণ করা হচ্ছে।
৯.	আরপিসিএল, ময়মনসিংহ-টাংগাইল ভায়া ভালুকা ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন প্রকল্প	পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
১০.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া-নবীনগর-নরসিংদি ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন প্রকল্প।	মন্ত্রণালয় পর্যায়ে পকল্প যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
১১.	গোয়ালপাড়া-বাগেরহাট ২য় ১৩২ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন।	নিজস্ব অর্থায়নে বাস্বায়নের লক্ষ্যে বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
১২.	বাংলাদেশের পূর্বাংশের সাথে ভারতের ত্রিপুরার বৈদ্যুতিক আন্সংযোগ।	পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
১৩.	চন্দ্রঘোনা-রাঙ্গামাটি-খাগড়াছড়ি ১৩২ কেভি সিঙ্গেল সার্কিট ট্রান্সমিশন লাইন।	পি-ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের নীতিগত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
১৪.	তিনটি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ।	নিজস্ব অর্থায়নে বাস্বায়নের লক্ষ্যে বোর্ডের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

উৎসঃ পিজিসিবি, বিদ্যুৎ বিভাগ

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ (ডিপিডিসি)

রাজধানী ঢাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, উন্নত গ্রাহকসেবা প্রদান ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিপিডিসি এর আওতাধীন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ কর্মকাণ্ডের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ডিপিডিসি প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ে গ্রাহক সেবার মান উন্নয়ন ও কর্পোরেট কালচার চালুসহ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি ও সিস্টেম লস হ্রাসে উন্নতি সাধন সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, সকল পর্যায়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ফলে কার্যক্রমে সার্বিক স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত ও অনিয়মের ক্ষেত্রে ‘শূন্য সহনশীলতা’ নীতি অনুসরণের ফলে অনিয়ম অনেকাংশে হ্রাস হয়েছে। ফলশ্রুতিতে, গ্রাহক পর্যায়ে প্রদেয় সেবার মান বৃদ্ধিসহ সার্বিক কার্যক্রমে গতিশীলতা ও উন্নতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

ডিপিডিসি'র গ্রাহক সংখ্যা ও সর্বোচ্চ চাহিদাঃ

২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ডিপিডিসি'র গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৭৩৭৯৯৭। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে (জানু'১১ পর্যন্ত) গ্রাহক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৩৫৩৭২। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ডিপিডিসি'র সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল ১১৬৯.৯০ মেগাওয়াট। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে (জানুয়ারী'১১ পর্যন্ত) সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ছিল ১২১৫.৬৬ মেগাওয়াট।

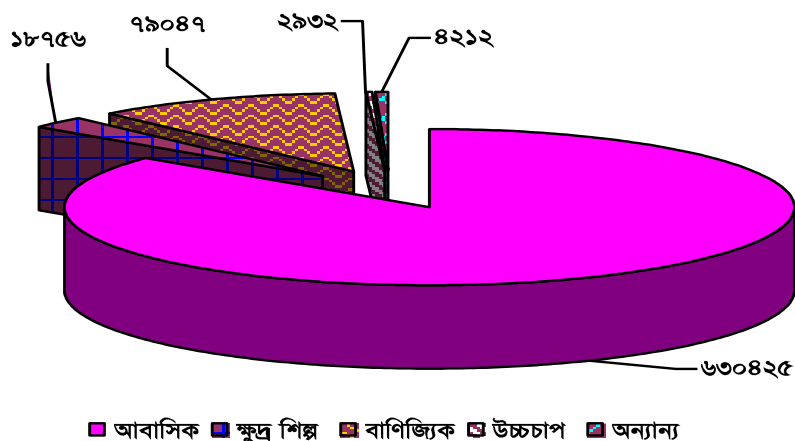
সারণি : ১০.৬ এ ডিপিডিসি'র বছর ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা ও সর্বোচ্চ চাহিদা এবং লেখচিত্র- ১০.৬ এ শ্রেণী ভিত্তিক ডিপিডিসি'র গ্রাহক বিভাজন দেখানো হলোঃ

সারণি : ১০.৬ ডিপিডিসি'র বছর ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা ও সর্বোচ্চ চাহিদা

অর্থ বৎসর	গ্রাহক সংখ্যা	সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট)
২০০৬-০৭	৬১০৩৮৩	১০০৮.৭৩
২০০৭-০৮	৬৫৫৯০৮	১১১৪.২২
২০০৮-০৯	৭০০৭৯৯	১১৩৭.৬৫
২০০৯-১০	৭৩৭৯৯৭	১১৬৯.৯০
২০১০-১১ (জানু'১১ পর্যন্ত)	৭৩৫৩৭২	১২১৫.৬৬

সূত্র : ডিপিডিসি

লেখচিত্র : ১০.৬ শ্রেণী ভিত্তিক গ্রাহক সংখ্যা



সংস্কার ও সুশাসন সংক্রান্ত কার্যক্রম

ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীকে লাভজনক করা এবং গ্রাহকসেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী প্রথম হতেই নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে। দর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা (Zero Tolerance) নীতি গ্রহণ করার ফলে কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

আলোচ্য অর্থ বছরের অক্টোবর'১০ মাসে ২য় পর্যায়ে সরকারের “বিনামূল্যে এনার্জি সেভিংস বাব্ব বিতরণ” কার্যক্রমের আওতায় ডিপিডিসি এলাকায় আবাসিক গ্রাহকগণের মধ্যে ৪.২৮ লক্ষ এনার্জি সেভিং বাব্ব বিতরণ করা হয়। ফলে, তা Load Demand Management এর পাশাপাশি CDM (Clean Development Mechanism) এর আওতায় কার্বন নিঃসরণ হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি (ডেসকো)

বিদ্যুৎ সেক্টরের সংস্কার বা পুনর্গঠন কার্যক্রমের অধীনে বিতরণ খাতকে দক্ষ এবং স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে -কোম্পানী আইন ১৯৯৪ এর আওতায় পাবলিক লিমি-টেড কোম্পানী হি-স-ব ১৯৯৬ সা-ল ঢাকা ই-লকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেস-কা) প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় এর অনু-মাদিত মূলধন নির্ধারণ করা হয় ৫০০ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠার প্রায় দুবছর পর ডেসার নিকট হ-ত ঢাকার মিরপুর এলাকার বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা অধিগ্রহণের মাধ্যমে ডেসকোর মাঠ পর্যায়ে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে গুলশান, বনানা, বারিধারা, উত্তরা, দক্ষিণ খাঁন এবং টঙ্গী পৌরসভার একাংশ ডেসকো কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করা হয়। ইতোমধ্যে ডেসকোর কার্যক্রম “পূর্বাচল ম-ডল টাউন” এ সম্প্রসার-ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ-য়-ছ।

-ডেস-কার কারিগরি ও বাণিজ্যিক কার্যক্রম

কারিগরি কার্যক্রম

ডেস-কার আওতাধীন এলাকাসমূহ বিদ্যু-তর স-র্বোচ্চ চাহিদা ২০০৮-০৯ অর্থবছ-রর ৫৪৫ মেগাওয়াট -থ-ক ২০০৯-১০ অর্থ বছ-রর ৬২২ মেগাওয়া-ট দাঁড়ায়। ২০১০-১১ অর্থবছ-র ডি-সম্বর ২০১০ পর্যন্ত বিদ্যু-তর স-র্বোচ্চ চাহিদা ৬৪০ মেগাওয়াট। ডেস-কার ৩৩ কেভি আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন সম্প্রসারণ কাজ অব্যাহত র-য়-ছ। ২০০৯-১০ অর্থ বছ-র ২০৪.৩৭ কিঃ মিঃ ৩৩ কেভি আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন স্থাপন করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছ-র (ডি-সম্বর ২০১০ পর্যন্ত) ২১৫.৫৮ কিঃ মিঃ স্থাপিত হ-য়-ছ। ১১ কেভি ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ওভারহেড লাইন এবং ১১ কেভি আন্ডার গ্রাউন্ড লাইন স্থাপিত হয় যথাক্রমে ১০১৭.৮৬ কিঃমিঃ ও ৩৫০.১২ কিঃমিঃ যা ২০১০-১১ অর্থ বছ-র দাঁড়ায় (ডি-সম্বর ২০১০ পর্যন্ত) যথাক্রমে ১০৩০.১৯ কিঃ মিঃ ও ৩৬০.২৪ কিঃমিঃ এরূ-প এলটি (Low tension) লাইন ২০০৯-১০ অর্থ বছ-র ১৬৭১.৮৮ কিঃমিঃ থে-ক ২০০৯-১০ অর্থবছ-র ১৬৯৬.৬১ কিঃমিঃ দাঁড়ি-য়-ছ। ডেস-কা কর্তৃক ২০০৯-১০ অর্থবছ-র ৪,৮১৪টি ট্রান্সফর্মার বিতরণ করা হয়। ২০০৯-১০ অর্থবছ-র (ডি-সম্বর ২০১০ পর্যন্ত) বিতরণকৃত ট্রান্সফর্মার-র সংখ্যা ৪,৮৪৭টি। উ-ল্লখ্য, ডেস-কার ৩৩/১১ কেভি উপ-ক-ন্ডর স্থাপিত ক্ষমতা ২০০১০-১১ অর্থ বছ-র ডি-সম্বর ২০১০ পর্যন্ত ৭৭০/১০৭৮ মেগাওয়াট।

২০০৫-০৬ অর্থ বছর থে-ক ২০১০-১১ অর্থ বছর (ডি-সম্বর ২০১০ পর্যন্ত) ডেস-কার কারিগরি কার্যক্রমসমূহের বিবরণ সারণি ১০.৭ এ দেখা-না হ-লাঃ

সারণি ১০.৭ঃ ডেসকো'র কারিগরি কার্যক্রম

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ (ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ত)
০১.	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রের সংখ্যা	১৬	১৯	২১	২১	২২	২২
০২.	৩৩/১১ কেভি উপকেন্দ্রে স্থাপিত ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	৬২০/৮৬৮	৬৮০/৯৫২	৭৬০/১০৬৪	৭৬০/১০৬৪	৭৭০/১০৭৮	৭৭০/১০৭৮
০৩.	সর্বোচ্চ চাহিদা (মেগাওয়াট)	৩৯৭.৬০	৪৫১	৫০৫	৫৪৫	৬২২	৬৪০
০৪.	৩৩ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃমিঃ)	৭৬.৭০	৮২.৮০	৮২.৮০	৮২.৮০	৮২.৮০	৮২.৮০
০৫.	৩৩ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন (কিঃমিঃ)	১৪৩.৮০	১৮২.২০	১৮২.২০	১৮৪.৮৪	২০৪.৩৭	২১৫.৫৮
০৬.	১১ কেভি ওভারহেড লাইন (কিঃমিঃ)	৭২০	৮৬০.৪০	৮৮৪.০০	৯৫৯.২৫	১০১৭.৮৬	১০৩০.১৯
০৭.	১১ কেভি আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন (কিঃমিঃ)	২৬২	৩১৪.৩৫	৩১৭.১০	৩১৭.১০	৩৫০.১২	৩৬০.২৪
০৮.	এলটি* লাইন (কিঃমিঃ)	১২৫০	১৪৭৩.২৫	১৫২১	১৫৯১.৩৯	১৬৭১.৮৮	১৬৯৬.৬১
০৯.	বিতরণ ট্রান্সফর্মার	৪১০৬	৪৩১৬	৪৪৯৭	৪৫৬৩	৪৮১৪	৪৮৪৭

উৎসঃ ডেসকো। * এলটি - Low Tension

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ডেসকো কর্তৃক বিদ্যুৎ আমদানি ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭৪২.৯২ ও ২৪৭৪.৫১ মিলিয়ন কি-লা ওয়াট আওয়ার যা ২০০৯-১০ অর্থবছ-র যথাক্রমে ২৯৩৩.৭২ ও ২৬৭৩.৫৯ মিলিয়ন কি-লা ওয়াট আওয়ার এ দাঁড়ায়। ২০১০-

১১ অর্থবছর (ডি-সেম্বর ২০১০ পর্যন্ত) ডেস-কা কর্তৃক বিদ্যুৎ আমদানি ও বিক্রয়ের পরিমাণ যথাক্রমে ১৫৮৪.৫৯ ও ১৪৫১.৪৭ মিলিয়ন কি-লা ওয়াট আওয়ার -এ দাঁড়ি-য়-ছ। এ সময় ডেস-কার গ্রাহক সংখ্যাও বৃদ্ধি পে-য়-ছ। ২০০৮-০৯, ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ (ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত) ডেসকোর গ্রাহক সংখ্যা যথাক্রমে ৪১৫৮৪২, ৪৪৬১২৯ ও ৪৪৬৭২৬।

গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১০৯১.১২ কোটি টাকা বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৭৭.৪৮ কোটি টাকা আদায় হয়েছে এবং বিল কালেকশন অনুপাত ৯৮.৭৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ডেস-কার সি-ষ্টম লস ২০০৯-১০ অর্থবছর ছিল ৮.৮৬ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থ বছর ডি-সেম্বর পর্যন্ত ডেস-কার সি-ষ্টম লস ৮.৪০ শতাংশ। বর্তমান অর্থ বছরে সামগিক সিস্টেম লসের পরিমাণ ৮.৮৫ শতাংশে নামিয়ে আনার জন্য ডেসকো ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০০৫-০৬ অর্থ বছর থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছর (ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত) ডেসকো বাণিজ্যিক কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিম্নে সারণি ১০.৮ এ দেখা-না হ-লাঃ

সারণি ১০.৮ : ডেসকোর বাণিজ্যিক কার্যক্রম

ক্রঃ নং	বিবরণ	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১ *
০১.	বিদ্যুৎ আমদানি						
	(মিলিয়ন কিঃওঃআঃ)	২০২৩.২২	২১৯১.৪৬	২৫৭৩.৭৬	২৭৪২.৯৬	২৯৩৩.৭২	১৫৮৪.৫৯
	(মিলিয়ন টাকা)	৪৩৯০.৩৯	৪৯৪৬.৩৬	৬১৫১.২৯	৭১১৭.৫৩	৭৮৪৫.৬৫	৪২৩৭.৬৮
০২.	বিদ্যুৎ বিক্রয়						
	(মিলিয়ন কিঃওঃআঃ)	১৬৯৫.৫৫	১৮৯৭.০০	২২৯৩.০৩	২৪৭৪.৫১	২৬৭৩.৬৯	১৪৫১.৪৭
	(মিলিয়ন টাকা)	৪২৮০.০৬	৭২১৯.৫৮	৯০৯৪.১৯	৯৮৮৮.৩০	১০৯১১.২০	৬২৬৯.৮৭
০৩.	সিস্টেম লস (শতাংশ)	১৬.২৩	১৩.৪৪	১০.৯১	৯.৭৯	৮.৮৬	৮.৪০
০৪.	বিল কালেকশন রেশিও (শতাংশ)	৯৯.১১	১০৪.৪০	১০০.০১	৯৮.১৮	৯৮.৭৫	১০১.২০
০৫.	সি আই রেশিও (শতাংশ)	৮৩.০৬	৯০.৩৭	৮৯.১০	৮৮.৫৭	৯০	৯২.৭০
০৬.	গ্রাহক সংখ্যা	২৮১৯৬০	৩৪৭৬১৪	৩৮৫০৩৭	৪১৫৮৪২	৪৪৬১২৯	৪৪৬৭২৬

উৎসঃ -ডেস-কা * (ডিসেম্বর ১০ পর্যন্ত)

ই-গভর্ন্যান্স কার্যক্রম :

Utility ব্যবস্থাপনা ও গ্রাহকের সাথে আন্তঃসম্পর্কের ক্ষেত্রে ডেসকোর গ্রাহক সেবা কার্যক্রম ই-গভর্ন্যান্স এর আওতায় আনা হয়েছে। ডেস-কার আওতাধীন কার্যক্রমগুলো হচ্ছে (i) One Point Service Management (ii) New Connection (iii) Bill Collection (iv) System Complaint Management ইত্যাদি। তাছাড়া (i) Store Management (ii) Control Room and Sub-station Maintenance (iv) Personnel Management (v) Human Resource Management and Development (vi) Call Centre ইত্যাদি ই-গভর্ন্যান্স এর আওতায় আনার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সৌর বিদ্যুৎ কার্যক্রম

বিশ্বে জ্বালানি মজুদের পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। সারা বিশ্ব বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহার করে উৎপাদিত বিদ্যুতের পাশাপাশি নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির মধ্যে সৌরশক্তি একটি অন্যতম উৎস। ডেসকো সৌরশক্তি ব্যবহার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ডেসকো এলাকায় গ্রাহকদের এ বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রধান কার্যালয় এবং ৯টি বিক্রয় ও বিতরণ বিভাগে মোট ১০ টি সৌরশক্তি ব্যবহার বিষয়ক পরামর্শ সেল খুলেছে। পরামর্শ সেলের মাধ্যমে গ্রাহকদের সোলার প্যানেল স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। তাছাড়া ডেসকোর নিজস্ব ৮টি দপ্তরের জন্য প্রায় ৭ কিঃ ওঃ এর সোলার প্যানেল স্থাপনের কার্যাদেশ প্রদান করেছে এবং ৫টি সাবস্টেশনে মোট ১৫ কিলোওয়াট এর সোলার সিস্টেম স্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উল্লেখ্য, গ্রাহক পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় ১৫টি স্থাপনায় মোট ১৬ কিলোওয়াট এর সোলার সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি)

কৃষি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং বিভিন্ন আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পল্লী এলাকায় সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতেও বিদ্যুতের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পল্লী এলাকার উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মসূচী সমূহের মধ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন একটি অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পল্লী এলাকায় বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য ১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত ৪৮,৭৪৬ টি গ্রামে ২,২২,৭৮০ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৭১,৩৪,২৬৯ টি আবাসিক, ২,৪০,৫৪২ টি সেচ, ৮,০৭,৯৪১ টি বাণিজ্যিক, ১,৩২, ৯৬৩ টি শিল্প ও ১৩,৯৪২ টি অন্যান্য সংযোগসহ সর্বমোট ৮৩,২৯,৬৫৭ টি সংযোগ দিয়েছে। ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১০-১১ অর্থবছর পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়নের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নর সারণি ১০.৯ এ উল্লেখ করা হলো :

সারণি ১০.৯ : ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

অর্থ বছর	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)			গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা		
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	হ্রাস/বৃদ্ধি (-)/ (+)	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	হ্রাস/বৃদ্ধি * (-)/ (+)
২০০০-০১	১৩৭৫০	১২৯৮৯	১৫৮১	৩২৫০০০	৫০৪০৭৪	-৮৩৭১
২০০১-০২	১৪৫২৮	১৪৬৪১	১৬৫২	৩৫০০০০	৬৬২৬৪১	১৫৮৫৬৭
২০০২-০৩	১৪৯২২	১৬০০২	১৩৬১	৪৫০০০০	৬৫০১২৬	-১২৫১৫
২০০৩-০৪	১৪৬৬১	১৫৭০৬	-২৯৬	৫৫০০০০	৬৮২২৮৩	৩২১৫৭
২০০৪-০৫	১৫৪০০	১৬২৬০	৫৫৪	৬৫০০০০	৬৭০২৬৩	-১২০২০
২০০৫-০৬	১৪৫০০	১৫০৯১	-১১৬৯	৭৫০০০০	৭৪১০৯৫	-৭০৮০২
২০০৬-০৭	৫৪৭৬	৪৭৬৪	-১০৩২৭	৬৫০০০	৪৫৩৪২৬	-২৮৭৬৬৯
২০০৭-০৮	৫০৪২	৩০৮৯	-১৬৭৫	২৪৫০০০	২২৬২৫২	-২২১৭৪
২০০৮-০৯	৬১১৬	৫০৬২	১৯৭৩	৩৬৮২৭৫	৪০৫৯৯০	১৭৯৭৩৮
২০০৯-১০	২৮৫২	২৭১৩	-২৩৪৯	৪২০০০০	৪৬৮৫৬৩	৬২৫৭৩
২০১০-১১	২০৯৫	৪	-	১৮০০০০	২২৭১০৮	-
	(মার্চ'১০ পর্যন্ত)			(মার্চ'১০ পর্যন্ত)		

উৎস : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড। * (হ্রাস / বৃদ্ধি (-)/+) = বর্তমান বৎসরের অগ্রগতি - পূর্ববর্তী বৎসরে অগ্রগতি।

আরইবি'র বিদ্যুত ক্রয় ও বিতরণ, দেনা-পাওনা এবং বিদ্যুৎ বিল আদায় কার্যক্রম

বিদ্যুত ক্রয় ও বিতরণ

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড পিডিবি'র নিকট থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে তা গ্রাহকদের (আবাসিক, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্যিক ও অন্যান্য) মধ্যে বিতরণ করে। ২০১০-১১ অর্থবছরের মার্চ ২০১১ পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুত ক্রয় ও গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ পরিস্থিতি সারণি ১০.১০ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১০ : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ

মাস/বছর	বিদ্যুৎ আমদানী (ক্রয়)			বিদ্যুৎ রপ্তানী (বিক্রয়/ব্যবহার) মে:ও:আ:					৭০ টি পবিস এর গড় সিস্টেম লস (শতাংশ)	
	গ্রীড মিটার	উপকেন্দ্র	আবাসিক	শিল্প	বাণিজ্যিক	কৃষি	অন্যান্য	মোট	গ্রীড	উপকেন্দ্র
২০১০-১১										
জুলাই'১০	৯৯৬৬৭৮	৯৬১২১৯	৪৬৯৯২৫	২৪২৪১১	৭৪২৭৯	২৬১৩১	১১৯৪	৮১৩৯৬০	১৮.৩৩	১৫.৩২
আগস্ট'১০	১০৬৬৬৯০	১০২৬৩১১	৪৯৬১৩৯	২৪৬৩৩০	৭৫৮৮৮	৩৫৪৩০	১২০৫	৮৫৫০১১	১৯.৮৪	১৬.৬৯
সেপ্টেম্বর'১০	১০৬৬৭৪০	১০২৫৬৭২	৫৯২০৯৪	২০৯১১৯	৮৫৪২৩	২৭৫৬০	১২৭৮	৯১৫৪৬৭	১৪.১৮	১০.৭৪
অক্টোবর'১০	৯৯১৩৬৮	৯৬০৬৯৫	৫২১৪৪৯	২৪৫৭২৩	৭৯৫১৫	২৪০৯০	১২৩০	৮৭২১১০	১২.০৩	৯.২২
নভেম্বর'১০	৮৩৪৩২১	৮১৪৪৫৬	৪৫৪৬৮৭	২০৮৫৯৯	৭৯০৫৫	২৪২১২	১২৩৯	৭৬৭৭৮৩	৭.৯৮	৫.৭৪
মার্চ'১১	১১৩৫০৩১	১০৯৪৫১২	৩৪৫২২৬	২৫১১৮৮	৬৭২৫০	২৭৩৪৬২	১১০২	৯৩৮২২৮	১৭.৩৪	১৪.২৮

উৎস : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর দেনা-পাওনা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) হতে বিদ্যুৎ ক্রয় এবং ক্রিত বিদ্যুৎ বিভিন্ন গ্রাহকের নিকট বিক্রয়ের ফলে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বিউবো'র নিকট দেনা, গ্রাহকের নিকট পাওনা পরিস্থিতি, বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর দেনা-পাওনা এবং বিদ্যুৎ বিল আদায়ের পরিসংখ্যান নিম্নর সারণী ১০.১১ এ দেখানো হলো :

সারণি ১০.১১ : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর দেনা-পাওনার পরিসংখ্যান

বছর	আদায়যোগ্য পাওনা (আদায়যোগ্য মাস)	পাওনা (টাকা, ০০০)	বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ দেনা (১২ মাসের গড়) (টাকা, ০০০)
২০০০-০১	২.২৩	১৮৬৪১২৪	*৫৮০৭৯৫
২০০১-০২	২.২১	২৩৪৯৯৫৯	৭৬৭১০০
২০০২-০৩	১.৯২	২৬৮১৭৭	১০৪৯৫৭৯
২০০৩-০৪	১.৮১	৩০২২২২৪	১২১৩৮২০
২০০৪-০৫	১.৮৫	৩৪৪৬৬৫৮৫	১৩২৪০৮১
২০০৫-০৬	২.০০	৪২৮৮৯৩৯	১৫২৮৫৬৬
২০০৬-০৭	১.৭২	৩৭৪৩১৫৮	১৫৪৩৩৯৮
২০০৭-০৮	১.৫৪	৩৭৬৫৬৫১	১৭৫০১৭০
২০০৮-০৯	১.৫৫	৪০৮১৭৯৫	২১০৮৮৬৪
২০০৯-১০	১.৫৩	৪৭৭০৪৯১	২৫০২২৯২
২০১০-১১	১.৬৬	৫৫৪১৬৫১	২১৩৭১৭০
(ডিসেম্বর'১০ পর্যন্ত)			

উৎস : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড। *MIS এর Cost of Power Purchased কে পাওনা বিবেচনা করে।

বিদ্যুৎ বিল আদায়

২০০৯-১০ অর্থ বছরে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল আদায়ের হার ছিল শতকরা ৯৭.৯৫ ভাগ। ২০১০-১১ অর্থ বছরের ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত আদায়ের হার শতকরা ৯৫.৭৩ ভাগ। ২০১০-১১ অর্থবছরের মার্চ ২০১১ পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল আদায়ের পরিসংখ্যান নিম্নর সারণি ১০.১২ এ দেখানো হলো :

সারণি ১০.১২ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল আদায় পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সংগ্রহের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বিল সংগ্রহের শতকরা হার
২০০০-০১	১০৮,০১৭.৯৫	১০২,৬৮৬.৬৬	৯৬%
২০০১-০২	১১২,৯১৯.৯০	১১০,৮৭৬.০৪	৯৮%
২০০২-০৩	১৬৭,৫৬৬.৬৮	১৬০,০৪৭.৭৮	৯৮%
২০০৩-০৪	২০০২২৬.৬	১৯৬২২২.০৬৮	৯৮%
২০০৪-০৫	২২৪০৪৪.৩২	২১৯৫৬৩.৪৩	৯৮%
২০০৫-০৬	২৫৭৩৫৬.৯২	২৪৫৯৮১.৭৪	৯৫.৫৮%
২০০৬-০৭	২৬১৩১৯.০৮	২৬৩২০০.৫৮	১০০.৭২%
২০০৭-০৮	২৯২৮৩০.৭২	২৯৩৫৯২.০৭	১০০.২৬%
২০০৮-০৯	৩১৬২৪৯.১০	২৯২৮৪৬.৯০	৯৮.৮২%
২০০৯-১০	৩৭৪৫৯৮.৮৪	৩৬৬৯১৯.৫৬	৯৭.৯৫%
২০১০-১১ (মার্চ'১১ পর্যন্ত)	৩০৯০৭৪.০৮	২৯০৮৬৫.৪৭	৯৪.১১%

উৎস : পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় পরিবেশ ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার :

বিদ্যুতের বিদ্যমান সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন ব্যবহারের মাধ্যমে সারা দেশে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক (Fibre Optic Network) স্থাপনের জন্য এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহারপূর্বক যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে বিউবোকে ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে পে-রোল সফটওয়ার করা হয়েছে এবং ফিন্যান্সিয়াল এন্ড স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্ট প্রস্তুতকরণ, মালামাল ইনভেন্টরী সিস্টেম এবং বিলিং সিস্টেম কম্পিউটারাইজড করা হয়েছে। ১৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে GIS সফটওয়ার ব্যবহৃত হচ্ছে যা পর্যায়ক্রমে বিদ্যমান ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে চালু করার মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও স্ব স্ব দপ্তরে LAN এর সংযোগ রয়েছে। এ ছাড়াও পবিবোর্ডের নিজস্ব ওয়েব সাইট www.reb.gov.bd এর মাধ্যমে নিয়মিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সহ অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা হয়।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বাস্বায়নাধীন প্রকল্প :

চলতি ২০১০-১১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বাস্বায়নাধীন ০৫টি বিনিয়োগ প্রকল্পের বিপরীতে মোট ৩৫৯০৯.০০ লক্ষ (স্থানীয় মুদ্রা ৯৬৯০.০০ লক্ষ এবং প্রকল্প সাহায্য ২৬২১৯.০০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। গ্রীড লাইন হতে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব নয় এমন প্রত্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার নবায়নযোগ্য জ্বালানিও সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে আবাসিক সংযোগ প্রদানের জন্য ২ টি প্রকল্প গ্রহণ করে এবং এর অধীনে প্রায় ১৩,০০০ টি আবাসিক সংযোগ প্রদান করা হয়।

বিদ্যুৎ খা-ত বেসরকারি বিনি-য়াগ

সকল স্তরের জনসাধারণের জন্য ২০২০ সা-লর ম-ধ্য বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদা-নর ল-ক্ষ্য সরকার বিদ্যুৎ খাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ভূমিকা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ খা-ত বেসরকারি বিনি-য়া-গর প্র-য়াজনীয়া অনুধাবন ক-র সরকার ১৯৯৬ সা-ল বেসরকারিখা-ত বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি প্রণয়ন ক-র। ২০১০-১১ অর্থ বছরের জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ৬৬৫৮ মেগাওয়াটের মধ্যে বেসরকারি খাতের অবদান ছিল ২৬৮৪ মেগাওয়াট। বর্তমা-ন বেসরকারিখা-ত পাবলিক-প্রাই-ভট পার্টনারশীপ (পিপিপি), আইপিপি ও রেন্টাল ভিত্তিতে বেশ কিছু প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও প্রসা-রর ল-ক্ষ্যও বিভিন্ন উ-দ্যাগ গ্রহণ করা হ-য়-ছ। যেমন :

- পবি-বা (পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড) কর্তৃক ১৪ (চৌদ্দ) হাজার সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সৌর শক্তির মাধ্যমে বিদ্যুতায়নের জন্য ২১.২০ KWp (কি-লাওয়াট পিক) ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার প্যা-নল (Solar Photovoltaic (PV) System) স্থাপন।
- ইডক-লর (Infrastructure Development Company Limited- IDCOL) সহায়তায় বিভিন্ন এনজিও এর মাধ্য-ম দে-শর গ্রামীণ জনপ-দ এ পর্যন্ত প্রায় ৯.০০ লক্ষ সোলার হোম সি-স্টেম স্থাপন (এপ্রিল, ২০১১ পর্যন্ত)।
- মুহুরী বাঁধ, ফেনী ও উপকূলবর্তী কুতুবদিয়া এলাকায় বায়ু চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ক-র বিদ্যুৎ সরবরাহ।
- চট্টগ্রা-মর আ-নায়ায়ায় ১০০ মেগাওয়াট (অফ-শার) ক্ষমতার বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং দে-শর ৪টি স্থা-ন ১০-১৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার (গ্রিডে সংযুক্ত) সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ।
- বর্জ্য থে-ক বিদ্যুৎ উৎপাদ-নর জন্য পাইলট প্রকল্প আইপিপি হি-স-ব বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ।
- দেশে সোলার প্যানেল নির্মাণের জন্য একাধিক কারখানা স্থাপনে ইডকলের প্রচেষ্টা গ্রহণ।

তেল, গ্যাস ও প্রকৃতিক সম্পদ সেক্টর

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা, তেল ও গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার, উত্তোলন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করে জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধি করা তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের মূল উদ্দেশ্য। জ্বালানির জন্য শুধু প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্য উন্নততর জ্বালানি মিশ্র উদ্ভাবন করা, দেশের প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান/আবিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা, গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মকাণ্ডের মধ্য সমন্বয় সাধন, তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণ কার্যক্রমে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা ইত্যাদি কৌশল বিভিন্ন অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ নির্বিঘ্ন রাখাও এ খাতের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক গ্যাস

মজুদ

প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পরণ করে। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ। এ যাবৎ আবিষ্কৃত ২৩টি গ্যাস ফিল্ডের উত্তোলনযোগ্য সম্ভাব্য ও প্রমাণিত মজুদের পরিমাণ ২০.৬০৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। তন্মধ্যে ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ৯.৪৩১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলন করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে (জানুয়ারী, ২০১১ সময়ে) গ্যাসের প্রমাণিত মজুদ ১১.১৭৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ১০.১৩-এ দেশে গ্যাসের মজুদের পরিমাণ দেখানো হলো :

সারণি ১০.১৩ : দেশের মোট গ্যাস মজুদ

গ্যাস ক্ষেত্র	উত্তোলনযোগ্য মজুদ (প্রমাণিত ও সম্ভাব্য)	গ্যাস উৎপাদন (জুলাই-ডিসেম্বর ১০)	(বিলিয়ন ঘনফুট)	
			ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন (প্রাতিশনাল)	অবশিষ্ট উত্তোলনযোগ্য মজুদ (প্রমাণিত ও সম্ভাব্য)
উৎপাদনরতঃ				
বাখরাবাদ	১,০৪৯.০০	৬.২০	৭১১.৪০	৩৩৭.৬০
হবিগঞ্জ	৩,৮৫২.৩০	৪৭.৬০	১৭৫০.৯০	২১০১.৪০
কৈলাশটিলা	১,৯০৩.৩০	১৫.৭০	৫১৪.৮০	১৩৮৮.৫০
রশিদপুর	১,৪০১.২০	৯.০০	৪৭৫.২০	৯২৬.০০
সিলেট	৪৭৮.৭০	১.৯০	১৯১.৫০	২৮৭.২০
তিতাস	৫,১২৭.৫০	৭৪.৫০	৩২১৮.২০	১৯০৯.৩০
নরসিংদী	২১৫.১০	৫.৮০	১১৬.৭০	৯৮.৪০
মেঘনা	১১৯.৬০	১.১০	৩৬.৯০	৮২.৭০
সান্দু	৮৪৮.৫০	৩.৯০	৪৭৫.২০	১৬০.৩০
সালদানদী	১১৬.১০	১.৩০	৬৩.০০	৫৩.১০
জালালাবাদ	৮৩৬.৫০	২৪.১০	৫৯২.৮০	২৪৩.৭০
বিয়ানীবাজার	১৭০.২০	২.৪০	৬৫.১০	১০৫.১০
ফেঞ্চুগঞ্জ	২৮২.৮০	৪.২০	৭৩.৬০	২০৯.২০
মৌলভীবাজার	৩৫৯.৬০	৯.৫০	১৭০.৮০	১৮৮.৮০
ফেনী	১৩০.০০	০.৪০	৬২.২০	৬৭.৪০
বিবিয়ানা	২,৪০০.৮০	১২২.৩০	৭২৩.১০	১৬৭৭.৭০
বান্দুৱা	৩০৯.০০	২১.২০	১৩৮.৮০	১৭০.২০
শাহবাজপুর	৪৬৫.৬০	১.১০	৩.৭০	৪৬১.৯০
উৎপাদনে যায়নি :				
বেগমগঞ্জ	৩২.৭০	০.০০	০.০০	৩২.৭০
কুতুবদিয়া	৪৫.৫০	০.০০	০.০০	৪৫.৫০
সেমুতাং	১৫০.৩০	০.০০	০.০০	১৫০.৩০
উৎপাদন স্থগিতঃ				
ছাতক	৪৭৩.৯০	০.০০	২৬.৫০	৪৪৭.৪০
কামতা	৫০.৩০	০.০০	২১.১০	২৯.২০
মোট	২০,৬০৫.১০	৩৫২.৪০	৯৪৩১.৪৬	১১,১৭৩.৬৪

উৎস : পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। * অফশোর ক্ষেত্র

প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন এবং খাতওয়ারি ব্যবহার

বর্তমানে দেশে ১৮টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৭৯টি কপ হতে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এ ১৮টি গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছে : তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা, সিলেট, নরসিংদী, মেঘনা, সালদানদী, সাঙ্গু, জালালাবাদ, মৌলভীবাজার, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, ফেনী, বাগুড়া, শাহবাজপুর এবং বিবিয়ানা। ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে ৭০৩.৬০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে এ পরিমাণ ছিল ৬৫৩.৭০ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের ডিসেম্বর-২০১০ পর্যন্ত ৩৫২.৪০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত গ্যাসের সর্বাধিক ব্যবহার বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানায় হয়ে থাকে। গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো উল্লেখযোগ্য হলো ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার ও শিল্প কারখানা, গৃহস্থালী প্রভৃতি। প্রাকৃতিক গ্যাসের বৎসরওয়ারি উৎপাদন এবং এর খাতওয়ারি ব্যবহার সারণি ১০.১৪ এ দেখানো হলো:

সারণি ১০.১৪: প্রাকৃতিক গ্যাসের বৎসরওয়ারি উৎপাদন ও খাতওয়ারি ব্যবহার (১৯৯১ - ডিসেম্বর, ২০১০ পর্যন্ত)

(বিলিয়ন ঘনফুট)

খাত/বছর	গ্যাস উৎপাদন	বিক্রয়									মোট
		বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সার	শিল্প	চা-বাগান	ইটখোলা	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালী	সিএনজি	বিক্রয়
১৯৯১-৯২	১৮৮.৪৮	৮৮.১০		৬১.৬০	১৩.৪০	০.৭০	০.২০	২.৯০	১১.৬০	০	১৭৮.৫০
১৯৯২-৯৩	২১০.৯৮	৯৩.৩০		৬৯.২০	১৫.২০	০.৭০	০.২০	২.৪০	১৩.৫০	০	১৯৮.৫০
১৯৯৩-৯৪	২২৩.৭৬	৯৭.৩০		৭৪.৫০	২০.২৬	০.৭০	১.১০	২.৮৭	১৫.৪০	০	২১২.১৩
১৯৯৪-৯৫	২৪৭.৩৮	১০৭.৪০		৮০.৫০	২৪.২৪	০.৬০	১.১০	২.৮৮	১৮.৮৬	০	২৩৫.৫৮
১৯৯৫-৯৬	৩৬৫.৫১	১১০.৯০		৯০.৯৮	২৭.৩১	০.৭২	০.৯৯	৩.০০	২০.৭১	০	২৫৪.৬১
১৯৯৬-৯৭	২৬০.৯৯	১১০.৮২		৭৭.৮৩	২৮.৬২	০.৭১	০.৪৮	৪.৪৯	২২.৮৪	০	২৪৫.৭৯
১৯৯৭-৯৮	২৮২.০২	১২৩.৫৫		৮০.০৭	৩২.৩২	০.৭৪	০.৩৯	৪.৬১	২৪.৮৯	০	২৬৬.৫৭
১৯৯৮-৯৯	৩০৭.৪৮	১৪০.৮২		৮২.৭১	৩৫.৭৯	০.৭১	০.৩৫	৪.৭১	২৭.০২	০	২৯২.১১
১৯৯৯-০০	৩৩২.৩৫	১৪৭.৬২		৮৩.৩১	৪১.৫২	০.৬৪	০.৩৫	৩.৮৫	২৯.৫৬	০	৩০৬.৮৫
২০০০-০১	৩৭২.১৬	১৭৫.২৭		৮৮.৪৩	৪৭.৯৯	০.৬৫	০.৪৪	৪.০৬	৩১.৮৫	০	৩৪৮.৬৯
২০০১-০২	৩৯১.৫৩	১৯০.০৩	২১.৬০	৭৮.৭৮	৫৩.৫৬	০.৭২	০.৫৩	৪.২৫	৩৬.৭৪	০	৩৬৪.৬১
২০০২-০৩	৪২১.১৬	১৯০.৫৪	২৬.১৮	৯৫.৮৯	৬৩.৭৬	০.৭৪	০.৫২	৪.৫৬	৪৪.৮০	০.২৩	৪০১.০৪
২০০৩-০৪	৪৫৪.৫৯	১৯৯.৪০	৩২.০৩	৯২.৮০	৪৬.৪৯	০.৮২	০.১২	৪.৮৩	৪৯.২২	১.৯৪	৪২৭.৬৫
২০০৪-০৫	৪৮৬.৭৫	২১১.০২	৩৭.৮৭	৯৩.৯৭	৫১.৬৮	০.৮০	০.০০	৪.৮৫	৫২.৪৯	৩.৬২	৪৫৬.৩০
২০০৫-০৬	৫২৬.৭২	২২২.৭২	৪৯.০২	৮৮.৫৮	৬৩.৪৪	০.৭৬	০.০০	৫.২৪	৫৭.১৩	৬.৭১	৪৯৩.৬১
২০০৬-০৭	৫৬২.২২	২২১.১০	৬২.৫১	৯৩.৪৭	৭৭.৪৮	০.৭৫	০.০০	৫.৬৬	৬৩.২৫	১১.৯৯	৫৩৬.২১
২০০৭-০৮	৬০০.৮৬	২৩৪.২৮	৮০.২৩	৭৮.৬৭	৯২.১৯	০.৭১	০.০০	৬.৬০	৬৯.০২	২২.৮২	৫৮৪.৫১
২০০৮-০৯	৬৫৩.৭	২৫৬.৮৪	৯৫.০১	৭৪.৮৩	১০৪.৬০	০.৬০	০.০০	৭.৪৮	৭৩.৩৯	৩১.২১	৬৪৩.৯৬
২০০৯-১০	৭০৩.৬	২৮৩.১৫	১১২.৬১	৬৪.৭২	১১৮.৮১	০.৮০	০.০০	৮.১২	৮২.৬৯	৩৯.৩৩	৭০৫.৪৫
২০১০-১১	৩৫২.৮	১৩০.২৭	৫৫.৩২	২০.১৩	৫৩.২২	০.৫৫	০.০০	৩.৫৩	৩৬.৬৭	১৭.৩২	৩১৭.০১
(ডিসেম্বর'১০)											

উৎস : পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা

দেশে খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে গ্যাসের মোট চাহিদা ছিল ৭৩২.৪ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০১০-১১ অর্থ বছরে গ্যাসের চাহিদা ৮৭২.৮ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে তুলনায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে গ্যাসের চাহিদা ১৯.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে, ২৮৩.১০ বিলিয়ন ঘনফুট। ২০১০-১১ অর্থ বছরেও গ্যাসের সর্বোচ্চ চাহিদা হবে বিদ্যুৎ উৎপাদন খাতে যা ৩০০.৫ বিলিয়ন ঘনফুট হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৯-১০ থেকে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর পর্যন্ত খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা সারণি ১০.১৫ এ দেখানো হলো।

সারণি ১০.১৫ঃ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা (২০১০-২০১৪)

(বিলিয়ন ঘনফুট)

খাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪
বিদ্যুৎ	২৮৩.১০	৩০০.৫	৩২৪.৫	৩৫০.৫	৩৭৮.৫
শিল্প	১১৮.৮০	১৬০.৭	১৮৪.৮	২১৪.৪	২৪৬.৫
ক্যাপিটিভ পাওয়ার	১১২.৬০	১৪২.৬	১৬৪.০	১৮৮.৬	২১৬.৯
গৃহস্থালী	৮২.৭	৯৯.৫	১১১.৪	১২৪.৮	১৩৯.৮
সার	৯৪.০	৯৪.০	৯৪.০	৯৪.০	৯৪.০
সিএনজি	৩৯.৩	৪৪.৭	৫১.৪	৫৬.৫	১১৩.০
সিস্টেম লস*	-৭	২০.০	২০.০	২০.০	২০.০
বাণিজ্যিক	৮.১০	৯.৮	১০.৮	১১.৭	১২.৬
চা বাগান	০.৮	১.০	১.০	১.০	১.০
ইটখোলা	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০
মোট	৭৩২.৪	৮৭২.৮	৯৬১.৯	১০৬১.৫	১২২২.৪

উৎস : পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। * নিজস্ব ব্যবহারসহ

গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ২০১০-১১ অর্থ বৎসরে তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতে পেট্রোবাংলা ও তার কোম্পানী সমূহের অধীনে মোট ২৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নধীন আছে। যে প্রকল্পগুলো গ্রহণ করা হয়েছে তা হলো কূপ (অনুসন্ধান ও উন্নয়ন), ত্রি-মাত্রিক (৩-ডি) জরীপ, গ্যাস সম্ভ্রালন (কম্প্রসার স্টেশন স্থাপনসহ), পাইপলাইন নির্মাণ, কম্প্রসার স্টেশন স্থাপন, টিজিটিডিসিএল এর সিস্টেম লস হ্রাসকরণ, আপগ্রেডেশন অব ডাটা সেন্টার অব বাপেক্স, এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি বিন্দিং অব বাপেক্স, গ্যাস ফিল্ড উন্নয়ন প্রভৃতি।

এলপিজি

জ্বালানি আমদানি হ্রাসসহ দূষণমুক্ত জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে সিলেটের কৈলাশটিলায় একটি এলপিজি প্লান্ট নির্মিত হয়। ২০০৭ সালে কৈলাশটিলায় আরও একটি এলপিজি/কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট চালু করা হয়। এ সকল প্ল্যান্টে বিদ্যমান সুবিধাদি ব্যবহার করে প্রতিদিন প্রায় ৫২ মে.টন এলপিজি প্রক্রিয়াজাত করে প্রায় ১৬ মে.টন এলপিজি উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

কনডেনসেট

সিলেট অঞ্চলের গ্যাসফিল্ডসমূহের উপজাত কনডেনসেট (অপরিশোধিত তৈল) উত্তর-দক্ষিণ পাইপলাইনের মাধ্যমে আশুগঞ্জে স্থাপিত ২টি স্টোরেজ ট্যাংকে ভান্ডারজাত করে সেখান থেকে জাহাজযোগে চট্টগ্রামস্থ ইস্টার্ন রিফাইনারিতে প্রক্রিয়াকরণের জন্য আরপিজিসিএল এর আশুগঞ্জ স্থাপনা হতে প্রেরণ করা হয়ে থাকে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে মাসিক কনডেনসেট হ্যান্ডলিং এর পরিমাণ ছিল ৫০-৬০ লক্ষ লিটার। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ২২০-২৫০ লক্ষ লিটার-এ উন্নীত হয়েছে।

সিএনজি

জ্বালানি হিসেবে এ প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সিএনজি কার্যক্রম দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে এবং আমদানীকৃত জ্বালানি তেলের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়েছে। এ খাতে ২০১০-১১ অর্থ বছরের জানুয়ারী ২০১১ মাস পর্যন্ত প্রায় ৯৮.৯০ এমএমসিএম গ্যাস ব্যবহৃত হয়েছে। বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এবং সিএনজি জ্বালানি সাশ্রয়ী হওয়ায় সিএনজিতে রূপান্তরিত যানবাহনের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০১-০২ সালে মোট সিএনজি চালিত গাড়ীর সংখ্যা ছিল ৬৭৩৪ এবং ডিসেম্বর-২০১০ পর্যন্ত ২,০২,৭৮৫টি সিএনজি গাড়ী চলাচল করেছে।

কয়লা

দেশের মোট ৫টি কয়লা ক্ষেত্রের (রংপুরের খালাশপীর, দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ি ও দীঘিপাড়া এবং বগুড়ার জামালগঞ্জ) মোট মজুদ প্রায় ২৭০০ মিলিয়ন টন যা প্রায় ৩৭ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের সমতুল্য। কয়লা উত্তোলনে নিয়োজিত বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড (বিসিএমসিএল)-এর বাৎসরিক কয়লা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা ১ মিলিয়ন টন। বর্তমানে দৈনিক প্রায় ৩০০০ মেট্রিক টন কয়লা উক্ত খনি হতে উত্তোলিত হচ্ছে। উত্তোলিত কয়লার শতকরা ৬৫ ভাগ বিপিডিবি'র ২৫০ মেগাওয়াট বড়পুকুরিয়া তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবশিষ্ট শতকরা ৩৫ ভাগ কয়লা ইটখোলা, কল-কারখানাসহ অন্যান্য খাতে ব্যবহার হচ্ছে। কয়লা বনজ সম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য, কয়লা ক্ষেত্রের কয়লা উত্তোলন শুরুর পর থেকে ২০১০-১১ অর্থ বছরের জানুয়ারী, ২০১১ পর্যন্ত প্রায় ৩.২৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলন করা হয়েছে।

কঠিন শিলা

দেশে কঠিন শিলার বার্ষিক চাহিদা ৬০-৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। মধ্যপাড়া কঠিন শিলা খনি থেকে প্রতি বৎসর কঠিন শিলা উত্তোলনের লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫ লক্ষ মেট্রিক টন। পরীক্ষামূলক ও বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের আওতায় কঠিন শিলা উত্তোলন শুরুর পর থেকে জানুয়ারী ২০১১ পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের উৎপাদিত পাথরের পরিমাণ প্রায় ১৪,৫৩,৯০৪ মেট্রিক টন। খনির উৎপাদিত শিলা দেশের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উপকণ্ঠ ও শহর রক্ষা বাঁধ, সেতু, সড়ক, মহাসড়ক, জনপথ, রেলপথ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, নদী শাসন, উচ্চ ভবন নির্মাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পেট্রোলিয়াম পণ্য

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশব্যাপী জ্বালানি তেল মজুদ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে এ সংস্থা দেশের চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল আমদানি ও মজুদ করে থাকে। তাছাড়া, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন জ্বালানি তেল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা পালন করে থাকে। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন। তা ছাড়া দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইস্টার্ন রিফাইনারীর পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গভীর সমুদ্রে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single Point Mooring) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নের সারণি দ্বারা ১০.১৬ ও ১০.১৭ এ বিপিসি কর্তৃক ১৯৯৮-৯৯ থেকে ২০০৯-১০ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির তথ্য দেয়া হলোঃ

সারণি ১০.১৬ : অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থ বছর	পরিমাণ (মেট্রিক টন)	সি এন্ড এফ মূল্য/মিলিয়ন মাঃ ডলার	কোটি টাকা
১৯৯৮-৯৯	৯,৫৫,৮৭৪	৯৮.১০	৪৭৩.৭২
১৯৯৯-০০	১২,৩৬,০৪৯	২১৮.৬৮	১১১০.৯৬
২০০০-০১	১৩,৩৭,১২১	২৯০.৭৩	১৫৯৮.৬০
২০০১-০২	১২,২৪,৭০৭	২২০.১৯	১২৭৭.৭৮
২০০২-০৩	১৩,৩১,০০৩	২৮৯.৩০	১৬৯৩.০৩
২০০৩-০৪	১২,৫২,৪২৪	৩১৪.১২	১৮৪৮.৪৩
২০০৪-০৫	১০,৬৩,২০৮	৩৬৪.০১	২২৬১.৯৮
২০০৫-০৬	১২,৫৩,২৮৫	৫৭৩.৬৫	৩৯০১.১৬
২০০৬-০৭	১২,১১,০৩৭	৬০৪.৭৩	৪১৯৬.৮৫
২০০৭-০৮	১০,৪০,০৮৪	৭৬২.০৮	৫২৮৮.৮৫
২০০৮-০৯	৮,৬০,৮৭৭	৪৯৪.৪৪	৩,৪৩১.৪০
২০০৯-২০১০	১১,৩৬,৫৬৭	৬৪৬.২১	৪,৪৯১.৪১

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

সারণি ১০.১৭ পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

সন	জেপি-১, কেরোসিন, অকটেন ও ডিজেল		লুব্রিকেটিং অয়েল	
	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকায়)
১৯৯৮-৯৯	২২২১৮.৭২	১৩৫০.১০	৩৯৯৬১	৪৫.৬২
১৯৯৯-০০	১৮২৩৪০০	২০২১.৪৩	৫০২২৯	৮৬.৪১
২০০০-০১	২০৬৮৯১৩	২৯৯৯.২০	২৯৯১৮	৬৯.৩৪
২০০১-০২	২০৭২৩০০	২৫৩৫.৬২	১৫৩১৬	৩০.৫৯
২০০২-০৩	২২১৩৮৯৯	৩৩১৯.৩৫	১৯১১	৫.১০
২০০৩-০৪	২২৬২৩৪৮	৪০১৫.৮১	৬৫১৬	১৮.৩৮
২০০৪-০৫	২৬৯১৭৫০	৭২১৩.৮৮	১০১৮৯	৩৮.১৪
২০০৫-০৬	২৩,৮০,৫৮২	৯৩৮২.৭৭	৫১৩৭	৩৫.৫৩
২০০৬-০৭	২৫,৩৬,৫৩৫	১০৪৪৩.২০	৪২৭৭	২৫.১৩
২০০৭-০৮	২২,২৭,৭৫৩	১৪৩৪৩.০৪	৫০০৬	২৯.৯৪
২০০৮-০৯	২৫,০৭.৮১৯	১০,৯৪৫.২৪	৪,৮২৮	২৩.৬৩
২০০৯-১০	২৬,৩৪,২১২	১২,০২৪.১৮	৭,২৬২	৫২.০৩

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি লোকসানের সম্মুখীন হয়ে থাকে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে বিপিসির সাময়িক লোকসানের পরিমাণ ছিল ২৩০৭.৫৭ কোটি টাকা কোটি টাকা। অপরদিকে শুল্ক ও কর হিসেবে সংস্থা কর্তৃক সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ ২৯৫০.০০ কোটি টাকা। সারণি ১০.১৮ এ বিপিসির আর্থিক লোকসান ও সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ দেখানো হলো :

সারণি ১০.১৮ বিপিসির লোকসান ও সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ

অর্থ বছর	(কোটি টাকা)	
	সরকারি কোষাগারে জমার পরিমাণ	আর্থিক লোকসান
২০০২-০৩	২৭৬৬.১৩	৭.৬১
২০০৩-০৪	৩০৮৭.২৮	৯৫৮.৯৩
২০০৪-০৫	২৪৫৮.৯৫	২৩১৭.৮৮
২০০৫-০৬	২৬২০.২৬	৩৩৩৭.৭৮
২০০৬-০৭	২৬২৭.০০	২৬৪৩.৮৮
২০০৭-০৮	৩০১৮.০০	৬৩৬২.০৮
২০০৮-০৯	২৭৯৪.৫৬	২৬৬.২৩
২০০৯-১০	২৯৫০.০০	২৩০৭.৫৭

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও মূল্যায়ন

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশে খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আবিষ্কার; মূল্যায়ন ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা; প্রকৌশলগত উন্নয়ন; নগর পরিকল্পনা; প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুরকৌশল কাজ যেমন- নগরায়ন ও শিল্পায়ন, বাঁধ, সেতু, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, খাল খনন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও পরিকল্পনাবিদগণকে ভূবৈজ্ঞানিক পরামর্শ দান প্রভৃতি বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মূল্যায়ন ও জনসাধারণকে অবহিতকরণও জিএসবি-র কাজের অংশ।

জিএসবি অত্যাধুনিক LiDAR (Light Induced Detecting Airborne Raddar) প্রযুক্তি ব্যবহার করে বৃহত্তর ঢাকা শহরের পূর্বাংশের উচ্চ রেজুলেশন ভূমিরূপ এবং Slop gradient (Length of Slop এবং Angle of Slop এর অনুপাত) মডেলিং এর জন্য Digital Elevation Model (DEM) এবং Digital Terrain Model (DTM) ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা শহরের ২৬০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকার বিশদ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ণসহ ৪০ বর্গ কিঃমিঃ এলাকার ত্রিমাত্রিক ভূতাত্ত্বিক মডেলিং এর কাজ সম্পন্ন করেছে। জিএসবি বাংলাদেশের Geo-hazards বিশেষ করে ভূমিধ্বস, ভূমিকম্প ও বিভিন্ন ধরনের বাঁধের দৃঢ়তা নির্ণয় নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিধ্বসের আগাম সংকেত প্রদানের জন্য জানুয়ারি ২০১১-এ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করা করেছে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের Comprehensive Disaster Management Programme ফেজ-২ (সিডিএমপি-২) প্রকল্পের আওতায় রংপুর, দিনাজপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, কক্সবাজার ও টেকনাফ পৌর এলাকার Microseismic Zoning মানচিত্রায়ণের কাজ শুরু হয়েছে। তাছাড়া, ভূমিকম্প বিষয়ে বাংলাদেশ ও সন্নিহিত এলাকার নব্য-ভূগাঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে আরো অবহিত হওয়ার মাধ্যমে ভূমিকম্প দুর্যোগ নিরূপণে সহায়তা কাজের অংশ হিসাবে প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, গাজীপুরের সালনা, ময়মনসিংহ শহর, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট ও খুলনায় মোট পাঁচটি জিপিএস স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কারিগরি সহায়ক শক্তি

হাইড্রোকার্বন ইউনিট তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন ও এ সম্পর্কিত বিষয়ে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে। তাছাড়া, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জ্বালানি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে অন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থায় মতামত প্রদানে সহায়তা করে আসছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিস্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে Gas Reserve and Production' শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। বর্তমানে এর দ্বিতীয় বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১২ এ সমাপ্ত হবে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দেশে বিদ্যমান প্রাকৃতিক গ্যাসের উপজাতসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সম্ভাব্য পস্থা নির্ধারণে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে Straddle Plant স্থাপন; Resource Assessment এবং Reserve Estimation হালনাগাদকরণ; উৎপাদন বন্টন ও অন্যান্য চুক্তির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ; পেট্রোলিয়াম শোধন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা, গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি; খনি ও খনিজ উন্নয়ন তথা দেশের কয়লা খনি আবিষ্কার, উন্নয়ন ও আবিষ্কৃত কয়লা সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার; প্রভৃতি।

বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্ফোরক পরিদপ্তর “বিস্ফোরক ও পেট্রোলিয়াম অ্যাক্ট” এর অধীনে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ১৮৭২৬টি এলপিগি সিলিন্ডার আমদানি এবং ১০৩ টি এলপিগি সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। জাতীয় গ্যাস কোম্পানী, মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প, বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী ও আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানী কর্তৃক ৪টি ক্ষেত্রে ৫০ মেট্রিক টন পাওয়ার জেল, ৫৭০ পিস চার্জ ও ৩৩৫০৩ পিস

ডেটোনেটর বিস্ফোরক আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স, বিস্ফোরক মজুদের ৫টি এবং বিস্ফোরক পরিবহনের ১০টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

ডিজেল/ ফার্নেস অয়েল চালিত রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট দ্রুত স্থাপনের সুবিধার্থে পেট্রোলিয়াম মজুদের জন্য ২৭টি অনুমোদন/লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও সম্পাদিত অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ৫৫টি ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ততা যাচাই পরীক্ষা অনুমোদন; পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ ক্রয়পিং করার পূর্বে পরীক্ষণপূর্বক ৩৮৭৮টি ট্যাংক-কে পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্তি সনদ প্রদান, বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের অধীনে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৯৫টি ক্ষেত্রে আলামত (বোমা) পরীক্ষণ পূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান প্রভৃতি।

জ্বালানি খাতে রেগুলেটরী কার্যক্রম

জ্বালানি খাতের দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং এনার্জি সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাত করণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং এখাতে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ণ, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

জ্বালানি খাতের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ভোক্তার মধ্যে তথ্য আদান প্রদান ও অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য কমিশন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে Outreach Program কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জুলাই ৩০, ২০০৯ তারিখে ভোক্তা পর্যায়ে গ্যাসের মূল্য ১১.২২ শতাংশ বৃদ্ধির মাধ্যমে পেট্রোবাংলার অধীনে পরিচালিত একটি গ্যাস উন্নয়ন তহবিল গঠনের লক্ষ্যে “গ্যাস উন্নয়ন তহবিল নীতিমালা, ২০১১” চূড়ান্ত করে জানুয়ারি, ২০১১ জারি করা হয়েছে। “বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি অংশগ্রহণ বৃদ্ধির নীতিমালা, ২০০৮” অনুসারে বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের জন্য ফার্নেস ওয়েল, দ্বৈত জ্বালানি (গ্যাস/ফার্নেস ওয়েল) এবং কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের Benchmark Indicative Price নির্ধারণ করা হয়েছে। Benchmark Tariff নির্ধারণের ফলে বিনিয়োগকারীরা ট্যারিফ সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে। ফলে, বাণিজ্যিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের পথ সুগম হবে। এছাড়াও জানুয়ারি ১৩, ২০১১ তারিখে “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস বিতরণ ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০” এবং “বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চালন ট্যারিফ) প্রবিধানমালা, ২০১০” গেজেটে প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউটের (বিপিআই) মাধ্যমে তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত জনবলকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং উন্নততর তথ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ ইন্সটিটিউট হতে তেল ও গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ফটো-জিওলজি, ভূ-পদার্থিক মডেলিং এবং অন্যান্য সমীক্ষার কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে। বিপিআই জুন ২০১০ পর্যন্ত ২৮০টি প্রশিক্ষণ কোর্স/সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে মোট ৫১৮৯ জন (ক্রমপুঞ্জিত) প্রশিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে তেল/গ্যাস অনুসন্ধান, খনন, উৎপাদন, পরিশোধন, বিতরণ, বাজারজাতকরণ ইত্যাদি বিষয়ক মোট ১২টি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়েছে এবং এ কোর্স সমূহে মোট ২২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত মোট ২৫টি বিভিন্ন কোর্সে ১৭৫ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।